যুদ্ধ যখন জঙ্গলে

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

BanglaBook.org

শিশু সাহিত্য সংসদ

যুদ্ধ যখন জঙ্গলে

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শিশু সাহিত্য
সংসদ

JUDDHA JAKHAN JANGALE
(Adventure Story for the Young)
by Himadrikishore Dasgupta

ISBN : 978-81-7955-242-1

© পাঠ্যবস্তু : লেখক
পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ : প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অলয় ঘোষাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : এ. পি. প্রিন্টার্স, ৮/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৮

সমুদ্র বসু ও সোমনাথ মান্নাকে

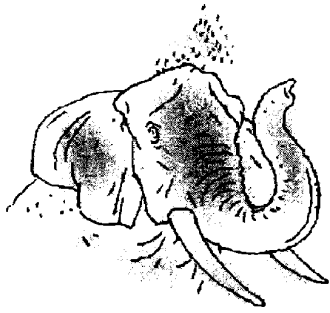

ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক!

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল অনিকেতরা। বাইরে থেকে শব্দটা ভেসে আসতেই অনিকেত আর পার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে টুরিস্ট লজের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লজ। ছোটো ছোটো বাংলো প্যাটার্নের কটেজ। কাঠের বারান্দা। সামনে কিছুটা ফাঁকা জমি। পুরো কম্পাউন্ডটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রাত বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। কিন্তু চারপাশের পরিবেশ এত নিস্তব্ধ যে, গভীর রাত বলে মনে হয়। অন্ধকার নামার সঙ্গেসঙ্গেই কুয়াশা নামতে শুরু করেছে সামনের বনে। কিছু দূরে প্রবেশ তোরণের মাথায় বসানো বাতিটা ম্যাটম্যাট করছে। বাইরে চারদিকে একটা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ভাব। অনিকেতরা বাইরে বেরিয়ে আসার পর আবারও শোনা গেল শব্দটা।

ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক!

কোনো একটি প্রাণী যেন কোথাও খুব কাছ থেকে ডাকছে! বারান্দার নীচে একজন ফরেস্ট গার্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনিকেতদের

BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে তিনি একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'কিছু বলবেন আপনারা?'

পার্থ বলল, 'ওটা কীসের ডাক?'

লোকটি জবাব দিলেন, 'শম্বরের ডাক। কাঁটাতারের ওপাশ থেকে প্রাণীটা ডাকছে। মাঝে মাঝে ফাঁক গলে ভিতরেও চলে আসে।'

'জঙ্গল তো বেশ খানিকটা দূর। সেখান থেকে বন্যপ্রাণীরা এখানে চলে আসে!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল পার্থ।

লোকটি একটু হেসে বললেন, 'না, সাধারণত বন্যপ্রাণীরা জঙ্গলের বাইরে আসে না। তবে ওর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। গতবার ব্রহ্মপুত্রে বন্যার সময় জঙ্গলে জল ঢোকাতে বেশ কিছু প্রাণী জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়েছিল। শম্বরটাও বেরিয়েছিল সে সময়। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় ও গাড়ির ধাক্কা খায়। ওকে সেখান থেকে এখানে এনে কিছুদিন চিকিৎসা করানো হয়। তারপর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হলেও ও আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। চিকিৎসা করা হলেও গাড়ির ধাক্কায় একটা পা দুর্বল হয়ে গিয়েছে ওর। ভালো করে ছুটতে পারে না। তাই হয়তো জঙ্গলের অন্য জন্তুদের চেয়ে মানুষের কাছাকাছি থাকা বেশি নিরাপদ ভাবে ও। এই বাংলোর পিছন দিকে একটা মরা নদীখাত আর ঝোপঝাড় আছে। দিনের বেলায় শম্বরটা সেখানেই বিশ্রাম নেয় আর রাত হলেই এ জায়গার আশপাশে ঘুরঘুর করে।'

লোকটির কথা শেষ হতেই প্রাণীটা যেন তাঁর কথায় সমর্থন জানিয়ে আবার ডেকে উঠল, ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক!

অনিকেত কৌতূহলী হয়ে বলল, 'প্রাণীটাকে দেখা যাবে একবার?'

banglabook.org

লোকটি বললেন, 'আসুন।'

নীচে নেমে এল দু-জন। বেশ ঠান্ডা লাগছে। সারাদিন বাস জার্নি করে এসেছে আর পরদিন ভোরে এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ে বেরোতে হবে বলে পোশাক খুলে তাড়াতাড়ি শুতে যাচ্ছিল তারা। গায়ে জ্যাকেট নেই, শুধু একটা জামা, পায়ে স্লিপার। লোকটি টর্চ জ্বালিয়ে তাদের নিয়ে এগোলেন কটেজগুলোর পিছন দিকে। সেখানে গিয়ে বেড়ার এক জায়গায় আলো ফেলতেই অনিকেতরা দেখতে পেল প্রাণীটাকে। হরিণজাতীয় বেশ বড়ো প্রাণী। টর্চের জোরালো আলোয় মনে হয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ তাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর সে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশের ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে।

পার্থ মন্তব্য করল, 'গুড লাক। ঘন্টা খানেকও হয়নি আমরা কাজিরাঙায় এসেছি, আর এর মধ্যেই ওয়াইল্ড লাইফ দেখা হয়ে গেল! দেখি, কাল ভোরে গন্ডারবাবাজির দেখা পাই কি না!'

গার্ড তাদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। রাইনো আর ওয়াইল্ড বাফেলো প্রচুর আছে এখানে। তাদের অবশ্যই দেখতে পাবেন। হাতিও আছে। ভাগ্য ভালো থাকলে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। দিন সাতেক আগে বিকেলা বেলা জিপ সাফারিতে একটা টুরিস্ট পার্টি বাঘ দেখেছে। জানেন তো, শেষ বাঘশুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, করবেট ন্যাশনাল পার্ককে পিছনে ফেলে এই কাজিরাঙাই প্রথম হয়েছে।'

পার্থ শুনে বলল, 'বাঃ! এ তথ্যটা আমাদের জানা ছিল না। বাঘের দেখা মিললে তো কোনো কথাই নেই। একদম ফাটাফাটি ব্যাপার হবে। ঘরের কাছে সুন্দরবনে গিয়েও বাঘ দেখতে পাইনি!'

BanglaBook.org

অনিকেতরা ফিরে এল কটেজের কাছে। ঠিক সেই সময় তারা দেখতে পেল একটা জিপ ঢুকছে কম্পাউন্ডে। এত জোরালো হেডলাইট যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল অনিকেতদের। বারান্দায় উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। গাড়িটা তাদের কিছুটা তফাতে এসে ত্যারছা ভাবে দাঁড়াল। হেডলাইট নিভে গেল। স্টার্ট বন্ধ হল। গার্ড যেন গাড়িটা দেখে একটু বিস্মিত ভাবেই বলে উঠলেন, 'বড়ো সাহেবের গাড়ি! ডি এফ ও সাহেবের!' এই বলে তিনি ব্যস্ত হয়ে এগোলেন গাড়িটার দিকে।

গাড়ি থেকে নামলেন একজন। ছিপছিপে চেহারা। পরনে চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে হাইহিল বুট। মাথায় ক্যাপ। গার্ড তাঁর সামনে গিয়ে স্যালুট দিতেই তিনি বললেন, 'রেঞ্জারসাব হ্যায়? উনকো বুলাও।'

গার্ড তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি দৌড়োল রেঞ্জারসাহেবের কোয়ার্টারের দিকে। কৌতূহলী অনিকেত তাকিয়ে রইল ডি এফ ও সাহেবের দিকে। ডি এফ ও সাহেব তাঁর হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে আলো ফেলতে লাগলেন কম্পাউন্ডের আনাচেকানাচে। তাঁর টর্চের আলো চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একসময় অনিকেতদের মুখের উপর পড়ে চলে যেতে গিয়েও যেন স্থির হয়ে গেল। ধাঁধিয়ে গেল তাদের চোখ। এর পরই আলো নিভে গিয়ে ওদিক থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'আরে, অনিকেত না?'

লোকটা টুপি খুলে এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। আর তাঁকে ভালো করে দেখেই অনিকেত বিস্মিত ভাবে বলে উঠল, 'দুর্জয়দা! তুমি এখানে?'

দুর্জয়দা অনিকেত আর পার্থর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এখানে। ভূত নই কিন্তু।'

BanglaBook.org

পার্থ বললেন, 'কিন্তু গেলবার দুর্গাপুজোর সময় যখন কলকাতায় গিয়েছিলে তখন তো বললে যে, তুমি কান্‌হাতে আছ?'

দুর্জয়দা বললেন, 'হ্যাঁ, তখন কান্‌হা টাইগার রিজার্ভেই ছিলাম। সরকারি চাকরি। তারপর এখানে পাঠিয়ে দিল।'

অনিকেতরা এর পর দুর্জয়দাকে কী জিজ্ঞেস করবে, বুঝে উঠতে পারল না। দুর্জয়দা কলকাতায় অনিকেত, পার্থদের একই পাড়ার ছেলে। পাড়ার ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে খেলাধুলো করেছে তাঁরা। বয়সে তিনি তাদের চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো। পাঁচ বছর আগে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে জয়েন করেছেন দুর্জয়দা। ছুটিতে কলকাতা গেলে এখনও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেন। তাঁকে যে হঠাৎ এখানে দেখতে পাবে, ভাবতে পারেনি অনিকেত বা পার্থ।

দুর্জয়দা এর পর বললেন, 'চল, রেঞ্জারসাহেব যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ তোদের ঘরে গিয়ে বসি। তা কবে এসেছিস তোরা?'

পার্থ জবাব দিল, 'আজই। ঘণ্টা খানেকও হয়নি বোধ হয়।'

বারান্দায় উঠতে উঠতে দুর্জয়দা এর পর বললেন, 'আমিও আজ এখনই এখানে ফিরলাম। সপ্তাহ দুইয়ের জন্য গুয়াহাটিতে একটা ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম।'

ঘরে এসে সকলে বসার পর দুর্জয়দা বললেন, 'তোদের বাড়ির, পাড়ার সকলে ভালো আছে তো? তোদের যে এখানে দেখতে পাব, তা আমিও ভাবিনি। তোদের প্ল্যান কী? তিন-চার দিন যদি তোরা এখানে থাকতে পারিস, তবে কাজের ফাঁকে জঙ্গলটা ভালোভাবে দেখিয়ে দেব। অনেক কিছু দেখার আছে এখানে। গণ্ডার, বুনো মোষ, হাতি, বারশিঙা হরিণ, বন্য বরাহ, ময়াল, পেলিকান, স্টর্ক ইত্যাদি।

amarboi.com

নানা ধরনের প্রায় তিন-শো রকমের পাখিই আছে এখানে। ভাগ্য ভালো থাকলে বাঘও দেখা যেতে পারে।'

দুর্জয়দার কথার শুনে উৎসাহিত হয়ে অনিকেত বলল, 'তোমাকে যখন পেলাম, তখন থাকতে অসুবিধে নেই। কলেজের পরীক্ষা শেষ। তারপর বেরিয়েছি। বাড়িতে টেলিফোন করে শুধু এখানে ক-দিন থাকব, সেটা জানিয়ে দিলেই হল।'

পার্থ বলল, 'তুমি যখন আছ তো এ ব্যাপারে আমাদের আর কোনো চিন্তাই রইল না। বুঝতে পারছি কাজিরাঙায় এবার দারুণ বেড়ানো হবে! জঙ্গালে তো অনেক প্রাণী আছে শুনলাম। এ জঙ্গালে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী কী?'

দুর্জয়দা তার কথা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একজন ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, 'আসতে পারি?' বলে কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। তারপর দুর্জয়দার উদ্দেশে বললেন, 'আপনি চলে এসেছেন স্যার! একটা খবর দিলে তো পারতেন। অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। আপনার বাংলো আমি পরিষ্কার করিয়ে রেখেছি। ওখানে কেমন কাটালেন, বলুন।'

অনিকেতরা ভালো করে দেখল ভদ্রলোককে। মাঝবয়সি, গোলগাল চেহারা, চোখে চশমা। কেমন যেন স্কুলমাস্টারের মতো দেখতে লাগছে ভদ্রলোককে। তারা অনুমান করল যে, এ ভদ্রলোকই রেঞ্জারসাহেব হবেন।

দুর্জয়দা ভদ্রলোককে বললেন, 'বলুন সান্যালবাবু। বাংলোর কথা পরে হবে। আগে বলুন, জঙ্গালের খবর কী?'

তিনি বললেন, 'খবর হল, কোহরা, বাগুড়ি আর আগরতেলি, তিন জায়গায়ই অ্যাডিশনাল নাইটপেট্রলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

banglaboi.org

ছ-টা পয়েন্টে নাইট ভিশন ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তবে চার নম্বর বিটে একটা চিতলের দেহ খুঁড়ে বের করেছে শিয়াল। মাথা আর চামড়া নেই। সম্ভবত পোচাররা সদ্যই মেরেছে হরিণটাকে। আর একটা কথা, মেমং আবার জঙ্গালে তাঁবু ফেলেছে। সঙ্গে চার জন লোক। কাগজপত্র দেখেছি। ঠিকই আছে। তাই আটকাতে পারলাম না।'

তাঁর কথার মাঝে দুর্জয়দা প্রশ্ন করলেন, 'আর ফিলবি? তিনি আছেন এখনও?'

ভদ্রলোক প্রথমে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আছেন। আজ সকালেই দেখা হয়েছিল। বললেন, কাজ নাকি প্রায় শেষ। আর দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরে যাবেন। আপনি কবে ফিরবেন, জানতে চাইছিলেন।'

একথা বলার পর সান্যালবাবু বললেন, 'এবার আপনাকে আসল খবরটা বলি। ইঞ্জিন এসে গিয়েছে স্যার! কাল সন্ধ্যে নাগাদ একজন ফরেস্ট গার্ড ওকে আট নম্বর বিটের ঘাস বনে দেখতে পেয়েছে।'

এ কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই দুর্জয়দা সোজা হয়ে বসে বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ইঞ্জিন চলে এসেছে! তার মানে পোচাররা সক্রিয় হয়ে উঠবে এবার। আর মহাকাল? তার খবর কী?'

সান্যালবাবু জবাব দিলেন, 'সেও আট নম্বর বিটে আছে ক-দিন ধরে। গতকালও আমি বিকেল বেলায় সেখানে দেখেছি একটা শিমুল গাছের নীচে।'

তাঁর কথা শুনে দুর্জয়দা বেশ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'মহাকাল আর ইঞ্জিন দু-জনকেই এক জায়গায়! ওরা দু-জন মুখোমুখি হলে তো ভয়ংকর কাণ্ড হবে! আপনি মহাকালকে সরিয়ে দেননি কেন?'

BanglaBook.org

সান্যালবাবু বললেন, 'ওকে তাড়াতে হলে ছ-নম্বর বিটের দিকে নিয়ে যেতে হবে। ওদিকে তো আবার মেমংয়ের তাঁবু পড়েছে। মহাকাল যদি গতবারের মতো তাঁবুতে হামলা চালায়, সেই ভয়ে ওকে তাড়ানো যাচ্ছে না। পারমিট চেক করার সময় মেমং আমাকে এমনিতেই বলছিল যে—মহাকাল যদি আমার তাঁবুর কাছে আসে তবে কিন্তু আমি গুলি করব। আর আত্মরক্ষার্থে আমি সেটা করতেই পারি। —আমার ধারণা, যেকোনো ছুতো পেলেই ও মহাকালকে মেরে গতবারের ঘটনার শোধ নেবে। শুধু কাঠ কাটা নয়, মহাকালকে মারাও ওর জঙ্গালে ঢোকার অন্যতম উদ্দেশ্য।'

দুর্জয়দা বেশ চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বললেন, 'তার মানে ইঞ্জিন আর মহাকাল দু-জনকেই রক্ষা করতে হবে আমাদের। আবার তাদের পরস্পরের থেকে দূরেও রাখতে হবে।'

অনিকেতরা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দু-জনের কথা শুনছিল। এবার হঠাৎ অনিকেত প্রশ্ন করল, 'ইঞ্জিন কে'?

দুর্জয়দা জবাব দিলেন, 'ও হল বিরাট এক পুরুষ গণ্ডার। ওর বাসস্থান ব্রহ্মপুত্রর পার ঘেঁষে যে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো জায়গা আছে, সেখানকার শর বনে। শীতকালে খাতের জল কিছুটা শুকিয়ে যায়। বছর তিনেক ধরে শীতের সময় খাত পেরিয়ে সে চলে আসছে এপাশের জঙ্গালে। শীতের শেষে আবার সে নিজের ডেরায় ফিরে যায়। ওর প্রকাণ্ড খড়্গের জন্য ওর উপর পোচার মানে চোরাশিকারিদের খুব লোভ। বেশ কয়েক বার অ্যাটেম্পটও হয়েছে।'

'আর মহাকাল?'

'সে হল একটা দাঁতাল হাতি। রেসিডেন্ট হাতি। মানে

pathagar.net

পার্মানেন্টলি এখানেই থাকে। একটু গুণ্ডা প্রকৃতির। যূথবদ্ধভাবে নয়, একা একাই ঘুরে বেড়ায় সে। বনের সব জন্তু তাকে এড়িয়ে চলে। এমনকী, অন্য হাতিরাও। বার তিনেক মুখোমুখি হয়েছিল মহাকাল আর ইঞ্জিন। কিন্তু কোনো বারই তাদের সাক্ষাৎ সুখকর হয়নি। কেন জানি ওরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। যেন আজীবন দ্বৈরথ ওদের। দু-জন মুখোমুখি হলে প্রলয় ঘটে। সারা বন জেনে যায় সে খবর। ওদের মাঝে পড়ে বেশ কয়েকটা প্রাণী মারা গিয়েছে। একজন ফরেস্ট গার্ড গতবার মরতে মরতে বেঁচেছে।'

বিস্মিত অনিকেত জানতে চাইল, 'হাতি আর গণ্ডারের লড়াই সাধারণত হয় নাকি? হলে নিশ্চয়ই হাতি জেতে?'

দুর্জয়দা বললেন, 'হাতি আর গণ্ডারের লড়াই সাধারণত হয় না, যদি না কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। জঙ্গলে ভিন্ন গোত্রের বড়ো প্রাণীরা সাধারণত পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। শক্তিধর প্রাণীরা পরস্পরের মুখোমুখি হলে ঝামেলা এড়িয়ে একে অন্যকে পথ ছেড়ে দেয়। মহাকাল আর ইঞ্জিনের মধ্যে মনে হয় কোনো অদৃশ্য বৈরিতা আছে। ব্যতিক্রম তো ঘটে। তবে আমি একবার একটা গণ্ডারকে দেখেছি, তার শাবককে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসে এক গুঁতোয় হাতির পা ভেঙে দিতে। গণ্ডার খুব একবগ্গা প্রাণী। প্রচণ্ড জোরে ছুটতে পারে। ইঞ্জিন নামকরণ কেন হয়েছে জানো? ওই গণ্ডারটা যখন সামনের সব কিছুকে তছনছ করে প্রচণ্ড গতিতে ছোটে, তখন যেন মনে হয় প্রচণ্ড জোরে কোনো কানাডিয়ান রেলইঞ্জিন সোজা ছুটে চলেছে!'

দুর্জয়দার কথা শেষ হওয়ার পর সান্যালবাবু অনিকেতদের দেখিয়ে বললেন, 'স্যার, এঁদের পরিচয়টা?'

BanglaBook.org

দুর্জয়দা বললেন, 'ওহো, কাজের কথা বলতে গিয়ে এদের পরিচয় দিতে ভুলেই গিয়েছি। ওরা হল অনিকেত আর পার্থ। কলকাতায় আমরা এক পাড়াতেই থাকি। আমার খুব স্নেহভাজন। জঙ্গল দেখতে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার গেস্ট হিসেবেই থাকবে এখানে। আর ইনি হলেন আমাদের রেঞ্জারবাবু সান্যালসাহেব। শিলংপ্রবাসী বাঙালি।'

দুর্জয়দা পরিচয়দানের পর সান্যালসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করল অনিকেতরা। সান্যালসাহেব হেসে বললেন, 'আমারও কিন্তু গেস্ট এসেছে। আমার স্ত্রী আর কন্যা। ভালোই হল, কাল সকালে একসঙ্গে এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ের ব্যবস্থা হবে। আশা করি, জঙ্গলটা ঘুরিয়ে দিতে পারব।'

দুর্জয়দা এর পর উঠে দাঁড়িয়ে অনিকেতদের বললেন, 'তাহলে এবার শুয়ে পড়ো। কাল আবার দেখা হবে। আমি এখন ফরেস্টে যাব।'

সান্যালসাহেব বিস্মিত ভাবে দুর্জয়দাকে বললেন, 'এতটা পথ এলেন! রেস্ট নেবেন না? এখন জঙ্গলে যাবেন?'

দুর্জয়দা মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, জঙ্গলে যাব। রেস্ট পরে হবে। যেতে হবে। মেমং, টাইগার, মহাকাল, ইঞ্জিন, এরা সব এক জায়গায় জড়ো হয়েছে যে!'

BanglaBook.org

২

চারপাশে যত দূর চোখ যায়, শুধু ঘাস বন। ভোরের কুয়াশা এখনও ভালো করে কাটেনি। সাদা পেঁজা তুলোর মতো তারা ছড়িয়ে আছে ঘাস বনের মাথায়। সূর্যদেবের সবে ঘুম ভেঙেছে। কুয়াশার চাদর

ভেদ করে তার নরম আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সারা বনে। জেগে উঠেছে অরণ্য। মাঝে মাঝে নাম-না-জানা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। অনিকেতের পাশে বসা বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড বললেন, 'এই যে ঘাস বন, এ ঘাসের নাম এলিফ্যান্ট গ্রাস। এ বন চলে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শর বন পর্যন্ত। গণ্ডারের খুব প্রিয় জায়গা এলিফ্যান্ট ঘাসের বন। তবে শীতের শেষে টুরিস্ট সিজন বন্ধ হলে এই ঘাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে বর্ষায় আবার নতুন ঘাস জন্মাতে পারে।'

ঘাসগুলো বিরাট লম্বা। এত লম্বা যে, শিশির-ভেজা ঘাসের ডগা মাঝে মাঝে হাতির পিঠে বসে থাকা অনিকেতদের পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেই ঘাস বন ভেঙে এগোচ্ছে অনিকেতদের হাতিটা। আর তার পিছনে আরও ছ-টা হাতি আসছে পিঠে নানা বয়সি টুরিস্ট নিয়ে। অনিকেতদের হাতিটাই আকারে সবচেয়ে বড়ো। অনিকেতদের হাতিটায় মাহুত, ফরেস্ট গার্ড কাম গাইড, আর তারা দু-জন ছাড়াও সান্যালসাহেবের স্ত্রী ইন্দ্রাণীদি ও তাঁর সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে থই। ভোর বেলা সকলে একসঙ্গেই বেরিয়েছেন কটেজ থেকে। সান্যালসাহেব সকলকে জিপে করে কোহরার এলিফ্যান্ট রাইডিং পয়েন্টে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। গাড়িতে আসার সময়ই সান্যালসাহেব তাঁর পরিবারের সঙ্গে অনিকেতদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। থইকে খুবই মিষ্টি দেখতে। ফরসা রং, ঝাঁক মাথা কোঁকড়া চুল। ঠিক যেন একটা বড়োসড়ো পুতুল। তার মাও বেশ হাসিখুশি মহিলা। তিনি শিলং-এ একটা মিশনারি স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি নিজেই অনিকেতদের বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ইন্দ্রাণীদি বলে ডাকতে পার।'

এগিয়ে চলেছে অনিকেতরা। পাখির ডাক, হাতির পায়ের নীচে

BanglaBook.org

ঘাস ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। জল-ভরতি একটা ছোটো নালার মতো জায়গা পেরিয়ে তারা কিছুটা এগোবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিকেতদের হাতিটা। আর তার দেখাদেখি পিছনের অন্য হাতিগুলোও। পার্থ গার্ডকে কী যেন একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি ইশারায় চুপ থাকতে বললেন তাকে। মাহুতের দৃষ্টি সামনের ঘাস বনের দিকে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে দেখার পর মাহুত তাঁর হাতিটাকে কয়েক পা পিছিয়ে এনে একটা অস্পষ্ট সাংকেতিক শব্দ করলেন।

এক মিনিটেরও কম সময়ে সব ক-টা হাতি মিলে একটা অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহ রচনা রচনা করে এগোল সামনের জঙ্গলটার দিকে। আর তারপরই ধীরে ধীরে অনিকেত, পার্থদের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল বিরাট একটা প্রাণীর দেহ। ঘাসের জঙ্গালের মধ্যে হাত কুড়ি লম্বা একটা কাদামাখা ফাঁকা জায়গা। আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট গণ্ডার! এ গণ্ডার কলকাতার চিড়িয়াখানায় দেখা, রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে টুরিস্টদের হাত থেকে পাতা খাওয়া কোনো গণ্ডার নয়। এ গণ্ডার প্রাণস্পন্দনে ভরপুর উদ্যত খড়্গধারী অমিত শক্তির প্রতীক! হাতির পিঠে-বসা টুরিস্টদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হল, 'রাইনো! রাইনো! গণ্ডার! গণ্ডার! গণ্ডার!'

ঝিলিক দিতে শুরু ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। অইও উল্লসিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'গণ্ডার! গণ্ডার!' প্রাণীটা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল হাতির পিঠে-বসা মানুষদের দিকে, তারপর একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ওপাশের জঙ্গালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার চলতে শুরু করল হাতির দল।

BanglaBook.org

ইন্দ্রাণী গার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে তো দেখা যাচ্ছিল না। তবে আপনারা কীভাবে বুঝলেন যে, প্রাণীটা ওখানে লুকিয়ে আছে? গণ্ডারটা কি সব সময় ওই জায়গায়ই থাকে?'

গার্ড জবাব দিলেন, 'ওখানে ওর উপস্থিতি আমাদের আগে থেকে জানা ছিল না। ওকে দেখা না গেলেও হাতিটা ওর উপস্থিতি টের পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এটা বন্যপ্রাণীদের স্বভাবজাত ক্ষমতা। অদৃশ্য প্রাণীর উপস্থিতি টের পায়। ও দাঁড়িয়ে পড়তেই মাহুত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারল, প্রাণীটা কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে।'

পার্থ জানতে চাইল, 'গণ্ডার মানুষকে আক্রমণ করে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ওরা কখন কী করে, তা বোঝা ভার! একবার বাগুড়িতে বিকেল বেলা আমরা পেট্রলিং-এ যাচ্ছিলাম। মাটির রাস্তার দু-পাশে ঘাস বন, তার মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছিল আমাদের জিপ। তিন জন ফরেস্ট গার্ড ছিলাম। হঠাৎ পাশের ঘাসজমি থেকে বেরিয়ে এল একটা গণ্ডার। তারপর আমাদের দেখতে পেয়েই সটান ছুটে এসে ধাক্কা মারল জিপে। উলটে গেল গাড়ি। ভাগ্যিস, সে আমাদের প্রতি আর আগ্রহ দেখায়নি, তাই রক্ষে। গাড়ি উলটে আবার সে ঢুকে গেল ঘাস বনে।'

গল্প করতে করতে এগোতে থাকল অনিকেতরা। পথে তাদের চোখে পড়ল একটা হর্নবিল। আর ছানাপোনাসমেত শূকর পরিবার। পুরুষ প্রাণীটার চোয়াল থেকে কাস্তের ফলার মতো বাঁকানো দাঁত উপর দিকে ঠেলে উঠেছে। সেই দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে সম্ভবত কন্দমূলের সন্ধান করছে দাঁতালটা। গার্ড বললেন, 'এরা কিন্তু প্রচণ্ড একগুঁয়ে আর সাহসী প্রাণী। কোণঠাসা হলে বাঘের সঙ্গে লড়তেও

BanglaBook.org

ভয় পায় না। ওদের ওই ভয়ংকর দাঁত দুটোকে বাঘও ভয় করে। পালটা অক্রমণে ওরা বাঘের পেট চিরে দিয়েছে, এ ঘটনাও ঘটেছে।'

এগোতে এগোতে একসময় একটা জায়গায় হাজির হলেন তাঁরা। সামনে অনেকটা উন্মুক্ত জায়গা। দূরে একটা জলাজমি। আর তার পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা প্রাণী। ও জায়গা বেশ দূর হলেও প্রাণীগুলোকে চিনতে অসুবিধে হল না। গণ্ডার আর বুনো মোষ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। হাতি কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ তারা সেখানে দাঁড়াবার পর মাহুত হাতির মুখ ঘুরিয়ে নিল। গার্ড জানালেন, 'এবার কিন্তু আমরা ফিরছি।'

পার্থ বলে উঠল, 'এর মধ্যে ঘোরা হয়ে গেল? আর কিছু দেখব না?'

গার্ড বললেন, 'আপনারা খেয়াল করেননি, এর মধ্যে এক ঘণ্টা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এ পর্যন্ত আসাই আমাদের নিয়ম। সাহেবরা বললে অন্য সময় আপনাদের ভালো করে ঘুরিয়ে দেব। এখন সঙ্গে অন্য টুরিস্টরা আছে, তাই একসঙ্গেই ফিরতে হবে। তবে একটু ঘুরপথে ফিরব। হয়তো ফেরার পথে আরও প্রাণী দেখতে পেয়ে যাবেন।'

ফিরতে শুরু করলেন তাঁরা। জঙ্গলে সূর্যের দিকে না তাকালে দিক নির্ণয় করা যায় না। অনিকেতদের মনে হল তারা যেন ফিরছে না, আগের মতো সামনের দিকেই এগোচ্ছে। হঠাৎই অনিকেতদের হাতিটা যেতে যেতে ঘাস বনের একজায়গায় শুঁড় দিয়ে নাড়া দিতেই তার ভিতর থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল একটা হরিণ। কিন্তু অনিকেতরা ক্যামেরা তুলে ধরার আগেই হাতিটার প্রায় শুঁড়ের ডগা দিয়ে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্য দিকে। তবে খুব কাছ থেকে

BanglaBook.org

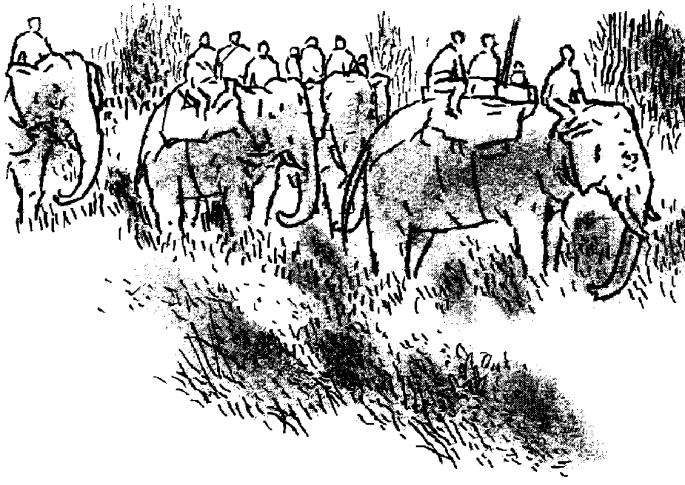

গণ্ডার দেখার আশা সকলের পূর্ণ হল ফেরার পথেই। তখন তাদের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঘুরপথে ফিরছিল তারা। হঠাৎই একটা ছোটো ডোবা মতো জায়গায় তাঁদের দেখা হয়ে গেল এক গণ্ডার পরিবারের সঙ্গে। দু-টো গণ্ডার আর সঙ্গে একটা ছোট্ট বাচ্চা। জল-কাদায় খেলা করছে তারা। গণ্ডারের বাচ্চাটা মানবশিশুর মতোই চঞ্চল। তাদের বেশ কাছে চলে গেল হাতিগুলো। কিন্তু প্রাণীগুলো যেন ভ্রূক্ষেপই করল না ব্যাপারটা। উলটে যেন নিজেরা খেলায় মত্ত থেকে টুরিস্টদের উদ্দেশে বলতে লাগল, 'তোলো বাপু, আমাদের কত ফোটো তোমরা তুলতে পার, তোলো। আমাদের দেখার জন্যই তো তোমরা সকলে গাঁটের কড়ি খরচা করে এত দূরে ছুটে এসেছ।'

সত্যি, টুরিস্টরা প্রাণ ভরে ফোটো তুলল গণ্ডারগুলোর। চারদিকে শুধু স্ন্যাপ নেওয়ার শব্দ আর ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলক। সকলের

BanglaBook.org

ফোটো তোলার পর হাতিগুলো এগোল রাইডিং পয়েন্টের দিকে। হাতি এসে দাঁড়াল রাইডিং পয়েন্টের গায়ে। সিঁড়ি বেয়ে সেখান থেকে নীচে নামতেই অনিকেতরা দেখতে পেল কিছু দূরে একটা শাল গাছের নীচে যেখানে সার সার জিপ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সান্যালসাহেব আর দুর্জয়দা দাঁড়িয়ে আছেন। অনিকেতরা তাঁদের কাছে যেতেই দুর্জয়দা বললেন, 'কী, কেমন জঙ্গল দেখা হল?'

পার্থ জবাব দিল, 'বেশ ভালো! তবে ভালো জায়গা অল্প সময় দেখে মন ভরে না।'

থই সান্যালসাহেবকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, আমি গণ্ডারের বাচ্চা দেখেছি! ছোট্ট, একদম এইটুকু! আমি একটা গণ্ডারের বাচ্চা পুষব।'

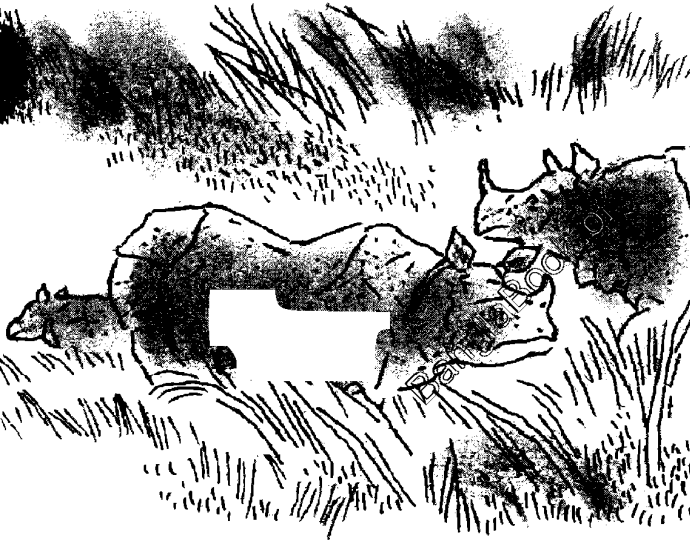

তার কথা শুনে হেসে ফেললেন সকলে।

ইন্দ্রাণীদি আর দুর্জয়দা পূর্বপরিচিত। নমস্কার বিনিময়ের পর ইন্দ্রাণী বললেন, 'আজ বিকেলে আমরা সকলে কিন্তু একসঙ্গে চা খাব আর আড্ডা দেব।'

দুর্জয়দা হেসে বললেন, 'শুধু চা নয়, টা-এর ব্যবস্থা করবেন কিন্তু!'

ইন্দ্রাণীদি বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

দুর্জয়দা এর পর অনিকেতদের বলল, 'তোমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে জঙ্গালে আর একবার ঢুকতে পার। আমার একটা কাজ আছে ভিতরে। তোমরা সঙ্গে থাকলে অসুবিধে নেই।'

কটেজে ফিরে কোনো কাজ নেই, বেড়াতেই তো তারা এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উঠে বসল দুর্জয়দার জিপে। জিপে তারা তিন জন ছাড়াও এক বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড আছেন। সান্যালসাহেব অন্য একটা জিপে ইন্দ্রাণীদি আর থইকে নিয়ে রওনা হলেন কটেজে যাওয়ার জন্য। আর অনিকেতরা রওনা হল দুর্জয়দার সঙ্গে।

দুর্জয়দাই গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পরনে খাকি-দস্তুর ডিপার্টমেন্টের পোশাক। গায়ে জংলা ছাপ জ্যাকেট। মাথায় গণ্ডারের এমব্লেম লাগানো ক্যাপ। কোমরে গোঁজা ওয়াকিটকি। দু-পাশে ঘাস বন, তার মাঝে কাঁচা রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে জিপ। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলেছেন সকলে। একসময় ঘাস বনের পরিবর্তে দেখা দিল বড়ো বড়ো গাছ। শাল, শিরীষ, শিমুল, সেগুন আর কত নাম-না-জানা গাছ।

দুর্জয়দা বললেন, 'এ জঙ্গালে বহু বৈচিত্র্য আছে, তার খুব

BanglaBook.org

ছোটো অংশই টুরিস্টরা দেখতে পায়। তাদের দেখানো হয় 'বাফার' অর্থাৎ জঙ্গালের বাইরের অংশটা। কোর অংশে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে কোথাও জলাভূমি, কোথাও শর বন, কোথাও ঘাস বন, কোথাও-বা বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গাল বা বাঁশবন। জঙ্গালের প্রাণীরাও থাকার জন্য নিজেদের পছন্দসই জায়গা বেছে নেয়। যেমন গণ্ডার, হরিণ, এদের প্রিয় জায়গা হল শর বন, ওয়াইল্ড বাফোলেদের পছন্দ ঘাস বন সংলগ্ন জলাজমি। কাদাজলে ওরা গা ডুবিয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে। হাতিদের পছন্দ বড়ো গাছের জঙ্গাল বা ঘন বাঁশ বন, যেখানে ওরা আত্মগোপন করতে পারে বা কচিপাতা খেতে পারে। আর বাঘ অবশ্য শিকারের জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। সবচেয়ে দ্রুত গতির প্রাণী ওরা।'

দুর্জয়দার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গোসঙ্গো রাস্তার পাশে একটা বড়ো গাছের আড়াল থেকে কী একটা পাখির ডাক শোনা গেল, হ্যাক্কো-হ্যাক! হ্যাক, হ্যাক!

ডাকটা শুনে দুর্জয়দা বললেন, 'এটা হল ধনেশপাখির ডাক। তবে বার্ড ওয়াচিং-এর জন্য আরতেলি বিট আদর্শ। পেলিকান, স্টর্ক, গ্রেট হেরন, ছোটো ইগল ইত্যাদি প্রচুর পাখি দেখতে পাওয়া যায় ওখানে।'

অনিকেত বলল, 'আচ্ছা, এ রাস্তায় অন্য কোনো প্রাণী চোখে পড়ছে না কেন?'

দুর্জয়দা বললেন, 'এখানেও অনেক প্রাণী আছে। আমরা তাদের দেখতে না পেলেও আড়াল থেকে তারা আমাদের দেখছে। আসলে এখন তো বেলা বাড়ছে। তাই গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করতে শুরু করেছে প্রাণীগুলো। আসলে ওয়াইল্ডলাইফ দেখতে

banglabook.org

পাওয়ার সেরা সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তর সময়। তবে এখন আমি তোমাদের একেবারে নিরাশ করব না,' এই বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলেন দুর্জয়দা।

আরও কিছু সময় চলার পর বড়ো গাছের জঙ্গল আবার হালকা হতে শুরু করল। শেষে একজায়গায় এসে থামালেন গাড়িটা। দুর্জয়দা গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। অনিকেতরাও নামল। সামনে কিছুটা তফাত থেকে আবার ঘাস বন শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছ। তেমনই একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দুর্জয়দা বললেন, 'ওই দেখো, ওকেই দেখতে এখানে এলাম।'

অনিকেতরা দেখতে পেল সেই গাছের তলায় তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক হাতি! শুঁড় দিয়ে গাছটার থেকে ডালপাতা ভেঙে খাচ্ছে।

দুর্জয়দা বলল, 'ওরই নাম মহাকাল। এ জঙ্গলের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো ও শক্তিধর প্রাণী। সবাই ওর থেকে দূরে থাকে। তবে এত বড়ো শরীর নিয়েও এমন নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে, কেউ ওর উপস্থিতি টের পায় না! মেমংয়ের লোক সেবার টেরই পায়নি, কখন সে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওকে এদিক থেকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু তা কীভাবে করব সেটাই ভাবছি। ইঞ্জিনকে আর দেখা না গেলেও সেও এদিকে কোথাও আছে।'

সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দূর থেকে লক্ষ করতে লাগল মহাকালকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল অনিকেতদের দিকে মুখ করে। তারপর আকাশের দিকে শুঁড় উঁচিয়ে ডাক ছাড়ল, ট্রিয়াঙ্ক! ট্রি-য়া-য়া-ঙ্ক!

BanglaBook.org

দুর্জয়দা বলে উঠলেন, 'এত দূর থেকেও বাতাস আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়ে দিয়েছে ওকে। বলা যায় না, ও এদিকে আসতে শুরু করতে পারে। চলো, এবার ফেরা যাক।'

দুর্জয়দার কথামতো সকলে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই কুড়ি-পঁচিশ হাত তফাতে ঘাস বনের একটা জায়গা হঠাৎ নড়ে উঠল। জঙ্গলে অভ্যস্ত দুর্জয়দা বা ফরেস্ট গার্ডদের চোখ এড়াল না ব্যাপারটা, 'কী প্রাণী ওখানে?'

গার্ড সঙ্গেসঙ্গে কাঁধের উপর বন্দুক উঠিয়ে তাক করল সেদিকে। অনিকেত আর পার্থর বুকের ভিতরে উত্তেজনায় যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর জঙ্গল থেকে যে বেরিয়ে এল, তাঁকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল সকলে। কোনো জন্তু নয়, একজন সাদা চামড়ার লোক। পরনে খাকি শার্ট আর হাফপ্যান্ট। কাঁধে রয়েছে বিরাট বড়ো একটা টেলিফোটো লেন্সযুক্ত ক্যামেরা। লোকটি দুর্জয়দাকে দেখেই ইংরেজিতে বলে উঠলেন, 'অফিসার মিস্টার মজুমদার, আপনি কবে ফিরলেন?'

দুর্জয়দা জবাব দিলেন, 'গতকাল। কিন্তু মিস্টার ফিলবি, এতটা দূর আপনি পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন! ব্যাপারটা বেশ বিপজ্জনক!'

ফিলবি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মহাকাল আবার ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হুংকার দিল, ট্রি-য়া-য়া-ঙ্ক!

তা শুনে দুর্জয়দা ফিলবিকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন। হাতিটা আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করছে না। যেতে হবে।'

সকলে উঠে পড়লেন জিপে। কিছুটা পিছু হটে গাড়ি চলতে শুরু করার পর ফিলবি বললেন, 'একটা বারশিঙার পিছু নিয়ে এতটা দূর

banglabook.org

চলে এসেছি। কিন্তু ঘাস বনে প্রাণীটা যে কোথায় লুকোল, তার কোনো হদিশই পেলাম না।'

দুর্জয়দা বললেন, 'এভাবে পায়ে হেঁটে ঘোরাটা খুব রিস্কি। আপনার সঙ্গো কোনো আর্মসও তো নেই! আপনি একজন বিদেশি ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা সরকারকে কী কৈফিয়ত দেব? চাকরিটাই যাবে তখন। তা রেঞ্জারসাহেবের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছেন?'

ফিলবি প্রথমে একটু থেমে বললেন, 'আমাদের মতো যাদের তোলা ফোটো আন্তর্জাতিক চ্যানেলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক দেখে, ফোটো তোলার জন্য তাদের এই রিস্ক নিতেই হয়। আফ্রিকার সাভানাতে ফোটো তুলতে কয়েক-শো কিলোমিটার আমি এমনি শুধু পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি।' তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন। এখানকার কাজ শেষ। আর দিন তিনেকের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আমি তো ভাবলাম, ফেরার আগে আপনার সঙ্গো আর দেখাই হল না! তা এঁরা কারা? এঁদের তো ডিপার্টমেন্টের লোক বলে মনে হচ্ছে না।' এই বলে তিনি তাকালেন অনিকেতের দিকে।

দুর্জয়দা জবাব দিলেন, 'ওরা আমার গেস্ট। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।'

ফিলবি অনিকেতের সঙ্গো করমর্দন করে বললেন, 'আমি জ্যাক ফিলবি। ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার। এখানে রাইনোর ফোটো তুলতে এসেছিলাম। কলকাতার কাছেই তো সুন্দরবন, তাই না? ওখানে আমার একবার বাঘের ফোটো তুলতে যাওয়ার ইচ্ছে

banglabook.org

আছে। তবে এ যাত্রায় সেটা আর হবে না। এখান থেকে আমায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের হয়ে কিনিয়া যেতে হবে হাতির ফোটো তুলতে।' এর পর তিনি দুর্জয়দাকে বললেন, 'আপনি কিন্তু আমাকে আমার ডেরার কাছে নামিয়ে দেবেন।'

দুর্জয়দা বললেন, 'হ্যাঁ, সে পথেই আমি যাচ্ছি। আচ্ছা, মিস্টার ফিলবি, আপনি তো এ বনে প্রায় এক মাস থাকলেন। এ বনে দিন কয়েকের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে? আসলে আমি বলতে চাইছি, এমন কোনো ইঙ্গিত যা পোচারদের উপস্থিতি জানান দেয়?'

ফিলবি বললেন, 'না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। তবে ওই মেমং টাইগার বলে যে লোকটা জঙ্গালে তাঁবু ফেলেছে, ওর গতিবিধি কেমন যেন সন্দেহজনক। ওকে আমি আট নম্বর বিটে কাল-পরশু ঘাস বনে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। ওর তাঁবু তো পাঁচ নম্বরে, ও আট নম্বরের ঘাস বনে কী করে?'

ফিলবির কথা শুনে দুর্জয়দার মুখ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অনিকেতের মনে পড়ে গেল, ওখানেই তো ইঞ্জিন বলে গণ্ডারটাকে দেখা গিয়েছে!

ফিলবি এর পর একটু হেসে বললেন, 'তবে অন্য একটা টাটকা খবর আছে। কাল আমি বাঘ দেখেছি।'

'কোথায়?' বিস্মিত ভাবে জানতে চাইলেন দুর্জয়দা।

ব্যাপারটা যেন কিছুই না এমন ভাবে ফিলবি বললেন, 'কাল বিকেলে আমি দু-নম্বর বিটের ঘাস বন থেকে ফিরছিলাম, তখনই মনে হয় ও আমার পিছু নিয়ে এসে আমার ডেরার কাছে আত্মগোপন করে। কাল মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখি বাঘটা আমার গাছের গুঁড়িতে গা ঘষছে। কিছুক্ষণ

banglabook.org

পর অবশ্য আবার দু-নম্বর বিটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এই দেখুন গুঁড়ির গায়ে তার লোম লেগেছিল,' এই বলে তিনি পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে খুললেন। তার ভিতর বেশ কয়েকটা লোম। গাড়ি চালাতে চালাতে দুর্জয়দা লোমগুলো পরীক্ষা করে বললেন, 'হ্যাঁ, বাঘেরই লোম। বিকেলে কিন্তু আর পায়ে হেঁটে ঘাসবনে যাবেন না। বলা যায় না বাঘটা ওত পেতে থাকতে পারে।'

ফিলবি তাঁর কথা শুনে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আজ আমার বিকেল বেলা একটু জঙ্গালের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। বাজার থেকে কিছু কেনাকাটা করার আছে।'

দুর্জয়দা বললেন, 'তাহলে একটা কাজ করুন না, কেনাকাটা সেরে আমাদের ওখানে চলে আসুন। আজ বিকেলে আমাদের একটা টি-পার্টি আছে। আপনি তো এর মধ্যেই ফিরে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে একটু গল্প করে যাবেন।'

ফিলবি বললেন, 'ঠিক আছে, যাব।' কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এসে থামল জঙ্গালের মধ্যে একজায়গায়। বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটা গাছের নীচে একটা রংচটা জিপও দাঁড়িয়ে আছে। আর সে গাছটার মাথার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল অনিকেতরা।

মাটি থেকে প্রায় তিরিশ ফুট উপরে, গাছের মাথায় কাঠের তৈরি একটা বাড়ি, মানে ঘর। নীচ থেকে সিঁড়ি উঠেছে উপরে ওঠার জন্য। গাছবাড়ি! জিপ থেকে নেমে ফিলবি অনিকেতদের বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই আমার ঘর।' ফিলবিকে বিকেলে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা আরও একবার মনে করিয়ে দুর্জয়দা অনিকেতদের নিয়ে রওনা হলেন ফেরার জন্য।

BanglaBook.org

৩

বিকেল বেলা ঘুম ভাঙার পর ফ্রেশ হয়ে পার্থরা যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তখন সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। চারপাশে পাখির কলকাকলি, তারা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। পার্থদের লাগোয়া কটেজটা আজ সকালে ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় ইন্দ্রাণীদিরা আজ সেখানে এসে উঠেছেন। ইন্দ্রাণী সেই কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখে তিনি বললেন, 'তোমরা কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?'

অনিকেত বলল, 'একটু সামনে থেকে হেঁটে আসছি, এখনই আবার ফিরব।'

কটেজ থেকে নেমে বাইরে যাওয়ার জন্য এগোল তারা। পিচরাস্তা ফরেস্ট ক্যাম্পাসটাকে দু-ভাগে ভাগ করেছে। এক দিকে টুরিস্টদের থাকার জায়গা, অন্য দিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, ড্রাইভিং হল এসব। ওদিকেই দুর্জয়দার অফিস। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পিচরাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল তারা। কিছুটা এগিয়েই কয়েকটা দোকানপাট, জিপস্ট্যান্ড। একটা দোকানের সামনে দুর্জয়দাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা। অনিকেতরা কাছে যেতেই দুর্জয়দা হেসে বললেন, 'দুপুরে আজ একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কাল সারারাত জাগতে হয়েছে, ঘুমের দরকার ছিল,' এই বলে পাশের এক দোকানিকে তিন জনের জন্য চা-বিস্কুটের অর্ডার দিলেন।

পার্থ বলল, 'কাল রাতে তুমি কি ইঞ্জিনকে দেখেছ? মহাকালকে তো দেখলাম, ইঞ্জিনকে একবার দেখব।'

দুর্জয়দা সঙ্গোসঙ্গো চাপা স্বরে পার্থকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এসব কথা এখন নয়।'

BanglaBook.org

দোকানির চা তৈরিই ছিল। চা-বিস্কুট দিল সে। অনিকেত চায়ের গ্লাস সবে মুখে তুলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে যেন একটা জিপ এসে দাঁড়াল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ নয়, লাল রঙের একটা হুডখোলা জিপ। যেরকম জিপ নিয়ে সার্কাসের স্টান্টম্যানরা খেলা দেখায়, সেরকম। জিপ থেকে নামল একজন দানবাকৃতির লোক। তার পরনে চামড়ার জ্যাকেট, গলায় মোটা সোনার চেন। ভালো করে লোকটার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল অনিকেতরা। লোকটার কপাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা লম্বা চেরা দাগ। যেন তার দেহটা কোনোদিন মাঝামাঝি চিরে আবার জোড়া লাগানো হয়েছিল! লোকটা সটান দুর্জয়দার দিকে এগিয়ে এসে তাঁর উদ্দেশে একবার হাসল। শেষ বিকেলের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল তার সোনার দাঁত। দুর্জয়দাকে লোকটা বলল, 'আপনি জঙ্গালের মালিক। আপনি যে ফিরেছেন, তা কাল রাতেই শুনেছি। আপনাকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি যে ফরেস্টে তাঁবু ফেলেছি, তা আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

কেমন যেন একটা ব্যঙ্গের ভাব লুকিয়ে আছে লোকটার কথাগুলোর মধ্যে বলে মনে হল অনিকেতদের।

দুর্জয়দাও বেশ রুক্ষ ভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ শুনেছি। তাঁবু ফেলায় বা কাঠ কাটায় অন্য কোনো অসুবিধে নেই, যদি না সেই সুযোগে অন্য কিছু করার চেষ্টা করা হয়।'

লোকটা বলল, 'না, আমারও কোনো অসুবিধে নেই, যদি না মহাকাল আমার তাঁবুর কাছে ঘেঁষে। ওরা এলে সে কিন্তু ফিরবে না। আমার তাঁবুতে যে রাইফেলটা আছে, সেটা কিন্তু লাইসেন্সড আর্মস। আর ওই বিদেশি ফোটোগ্রাফারটা কি আপনার টিকটিকি? আমাকে ও ফলো করে কেন?'

BanglaBook.org

দুর্জয়দা বললেন, 'সে কৈফিয়ত আমি তোমায় দেব না। তুমিও বা আট নম্বর বিটের ঘাস বনে যাচ্ছ কেন? ওখানে তো কাঠ নেই?'

সে লোকটা দুর্জয়দার কথা শুনে মুহূর্তের জন্য কী একটা ভেবে লাফ দিয়ে জিপে উঠে গাড়ি স্টার্ট করল। তারপর গলা বাড়িয়ে মুচকি হেসে বলল, 'ইঞ্জিন যে ফিরে এসেছে, তা জানেন নিশ্চয়ই। ওই ঘাস বনেই ও আছে। আমি দেখেছি,' এই বলে সে ঝড়ের বেগে জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুর্জয়দার মুখটা কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল এবার। চুপচাপ চা খেয়ে তিনি বললেন, 'চলো, এবার ফেরা যাক!'

হাঁটতে হাঁটতে পার্থ একসময় জিজ্ঞেস করল, 'এ লোকটা কে?'

দুর্জয়দা বললেন, 'ওর নামই মেমং টাইগার। স্থানীয় লোক। জঙ্গলে গাছ কাটার ইজারা নেয়। প্রভাবশালী লোক, পয়সা আছে। আমার ধারণা, ওর সঙ্গে পোচারদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু হাতেনাতে কোনো প্রমাণ পাইনি বলে ধরতে পারছি না। গতবার ওর তাঁবুতে মহাকাল আক্রমণ করেছিল। সেই থেকে ও মহাকালকে মারার তালে আছে।'

অনিকেত জানতে চাইল, 'লোকটার মুখে ওই কাটা দাগ কীসের?'

দুর্জয়দা বললেন, 'লোকটার চেহারা যে শুধু দানবের মতো তাই নয়, মেমং প্রচণ্ড সাহসী আর শক্তিধর। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে ও একবার বাঘের মুখে পড়েছিল। কোনো অস্ত্র ছিল না সঙ্গে। ও খালি হাতেই বাঘটাকে মেরে ফেলল। নিজেও অবশ্য মরত, কিন্তু অসাধারণ জীবনীশক্তি ছিল বলে বেঁচে গিয়েছে। ওর মুখের কাটা দাগটা সেই লড়াইয়ের স্মৃতি বহন করছে।'

BanglaBook.org

অনিকেতরা অবাক হয়ে গেল এই গল্প শুনে। দুর্জয়দা এর পর অনেকটা স্বগতোক্তির স্বরে বললেন, 'কিন্তু যাওয়ার আগে ও ইঞ্জিনের কথা বলে কী ইঙ্গিত দিয়ে গেল? ও কি কোনো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে গেল আমাকে?'

সকলে যখন কটেজে ফিরে এল, ইন্দ্রাণীদির সব প্রস্তুতি ততক্ষণে সারা। তাঁর কটেজের সামনের লনেই একটা টেবিল আর কিছু চেয়ার পাতা হয়েছে। অনিকেতরা সেখানে গিয়ে বসতে-না-বসতেই একটা জিপ ঢুকল কম্পাউন্ডে। মিস্টার ফিলবি এসে গেলেন। অনিকেতদের কাছে এসে চেয়ারে বসে তিনি দুর্জয়দাকে বললেন, 'আমার তো আর বেশিক্ষণ বসা হবে না! তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, অন্ধকার নামছে।'

banglabook.org

সত্যিই চারপাশে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। দুর্জয়দা বললেন, 'আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।'

থই কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে বসল তাদের কাছে। ইন্দ্রাণীদিও এলেন, সঙ্গে টি পট, সামোভার। ইন্দ্রাণীদি দু-একবার ঘরে-বাইরে করে পাকাপাকি ভাবে এসে বসলেন একসময়। থই পার্থর পাশে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ফিলবির দিকে। হয়তো তা ফিলবির সাদা চামড়ার জন্যই। ফিলবি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাচ্চাটা কে?'

দুর্জয়দা বললেন, 'ও হল রেঞ্জার মিস্টার সান্যালের কন্যা।' এর পর তিনি ইন্দ্রাণীদির সঙ্গেও ফিলবির পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্দ্রাণীদি অনিকেতদের উদ্দেশে বললেন, 'এই জঙ্গালের দেশে তেমন কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। তাই চায়ের সঙ্গে 'টা' বলতে বিস্কুট আছে। আর চিকেন মোমো বানিয়েছি।'

ফিলবি বললেন, 'কিন্তু রেঞ্জার কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না!'

দুর্জয়দাই জবাব দিলেন, 'উনি ফরেস্টে গিয়েছেন। আট নম্বর বিটে। ওখানে একটু নজরদারির ব্যাপার আছে। সন্ধ্যেতেই ফেরার কথা।'

বিস্কুট, মোমো, চা খেতে খেতে গল্প শুরু হল এর পর। পার্থ ফিলবিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ফোটো তুলতে কোথায় কোথায় গিয়েছেন?'

ফিলবি জবাব দিলেন, 'আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বার দশেক। তা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আর আমার নিজের দেশের প্রায় সর্বত্রই। আমার বাড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট প্রদেশে।

অনিকেত বলল, 'তা জঙ্গালে ঘোরার সুবাদে আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা। আমাদের একটা গল্প বলুন না?'

BanglaBook.org

ফিলবি বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। একবার তো আফ্রিকায় ক্যানিবলদের হাঁড়িতে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। আরেকবার উগান্ডায় আমার তাঁবুতে সিংহ ঢুকে বসেছিল! জঙ্গালে ফোটো তুলতে গিয়ে কতবার যে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছি, তার ঠিক নেই। তবে কী জানেন, গল্প বলা আমার ঠিক আসে না, তার চেয়ে বরং আপনাদের কিছু পশুপাখির ডাক শোনাই। জঙ্গালে ঘুরে ঘুরে এই বিদ্যা রপ্ত করেছি আমি। প্রথমে ছোটোখাটো দিয়েই শুরু করি। শম্বরের ডাক...' এই বলে তিনি চেয়ার থেকে উঠে হাত দুটো মুখের কাছে এনে শব্দ করলেন, 'ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক!'

অদ্ভুত! গতকাল রাতে অনিকেতদের শোনা সেই ডাকটার মতো অবিকল! কিন্তু ফিলবি বার কয়েক ওই শব্দটা করার পরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

কটেজগুলোর পিছনের অন্ধকার থেকেও ভেসে আসতে লাগল একই শব্দ ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক! ঢ্যাঙ্ক! ফিলবি চমকে উঠে ডাক থামিয়ে বললেন, 'এখানে আমার মতো আরও কেউ আছে নাকি?'

ব্যাপারটা ধরতে পারল না অনিকেতরা। দুর্জয়দা হেসে উঠে বললেন, 'না, ও একটা খোঁড়া শম্বর। বন্যার সময় জঙ্গাল থেকে বেরিয়ে গাড়ি চাপা পড়েছিল। এখন এই কম্পাউন্ডের পিছনে নদীখাতের জঙ্গালে থাকে। আপনার ডাক যে নিখুঁত, ওর জবাব তার প্রমাণ।'

ফিলবি বললেন, 'তাহলে এখন আমি এমন একটা ডাক ডাকব যে, ভয়ে পালিয়ে যাবে প্রাণীটা।' এই বলে তিনি প্রচণ্ড জোরে শব্দ করলেন, 'আ-আ-উ-ং-আং...!'

এত জোরে তিনি শব্দটা করলেন যে, খই ভয় পেয়ে পার্থকে জড়িয়ে ধরল। বাঘের ডাক! আর শম্বরটার ডাকও সঙ্গোসঙ্গো থেমে

banglaboi.org

গেল। প্রাণীটা ভয় পেয়ে গিয়েছে। আবার হেসে ফেললেন সকলে। ঠিক এই সময় সান্যালসাহেব এসে যোগ দিলেন অনিকেতদের সঙ্গে। জঙ্গল থেকে সরাসরি ফিরছেন তিনি। ফিলবিকে দেখে বসতে বসতে তিনি বললেন, 'চালিয়ে যান, কম্পাউন্ডে ঢোকার মুখে ডাকটা শুনে আমি ভেবেছিলাম সত্যিই কোনো বাঘ এ পর্যন্ত চলে এল নাকি?'

চারপাশে অন্ধকার নেমেছে। ফিলবি সিংহের ডাক শোনালেন। একটা খক খক কাশির মতো শব্দ। বাঘের মতো গগনভেদী নয়। একের পর এক জীবজন্তুর ডাক শোনাতে লাগলেন তিনি। অনিকেতদের মনে হতে লাগল, যেন চারপাশের অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে ডাকগুলো। কোন ডাকের কী অর্থ, মাঝে মাঝে তাও বলতে লাগলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ফিলবি রক্ত জলকরা হায়নার ডাক শুনিয়ে বললেন, 'এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে। বেশ অন্ধকার নেমেছে। বেশি দেরি করলে এতক্ষণ যাদের ডাক শোনালাম, তাদেরই কারও পেটে যেতে পারি।'

দুর্জয়দা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে আর আটকাব না। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার গাছবাড়ি থেকে তো জঙ্গালের অনেকটা অংশ দেখা যায়, পারলে একটু খেয়াল করবেন যে, রাতে ঘাস বনে কোনো আলো-টালো জ্বলে কি না! আমার ধারণা, পোচাররা আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করবে। ইঞ্জিন নামে একটা গণ্ডার এ সময়ে ব্রহ্মপুত্রের থেকে এ জঙ্গালে চলে আসে। সে চলে এসেছে। মহাকায় এক গণ্ডার। সাধারণত পুরুষ গণ্ডারের ওজন তো দু-টন হয়, আমার অনুমান এর ওজন তিন টন। আকার আর খড়্গও সেই অনুপাতে। ওর উপর পোচারদের খুব লোভ।'

BanglaBook.org

ফিলবি একটু আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'ইস, প্রাণীটা আগে এলে ভালো হত! আমি তো এর মধ্যেই চলে যাচ্ছি। ওর ফোটো তোলার সুযোগ কি আর পাব? আপনি যে কথাটা বললেন, খেয়াল রাখব। আর ওই কাঠের ইজারাদার লোকটাকে একটু খেয়াল রাখবেন। ওর গতিবিধি কেমন যেন সন্দেহজনক,' এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিলবি এগোলেন তাঁর গাড়ির দিকে।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ফিলবি চলে যাওয়ার পর ইন্দ্রাণীদি উঠে গিয়ে একটা ব্যাটারিলাইট এনে রাখলেন। ফিলবি চলে গেলেও, তখনও যেন তাঁর ডাকগুলো অনুরণিত হচ্ছে অনিকেতদের কানে। লোকটা সত্যিই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সান্যালসাহেব দুর্জয়দাকে বললেন, 'আপনার অনুমানই মনে হয় ঠিক। আজ এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি আট নম্বর বিটে। একদম টাটকা জিনিস। সম্ভবত এটা কারও কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এ জিনিস আমরা ব্যবহার করি না। বিদেশি জিনিস, পোচারা করে,' এই বলে তিনি পকেট হাতড়ে একটা জিনিস বের করে সেটা মেলে ধরলেন আলোর সামনে। লাল রঙের খোলসমতে বেশ বড়ো একটা তাজা কার্তুজ। দুর্জয়দা চমকে উঠলেন। সান্যালসাহেব এর পর বললেন, 'ইঞ্জিন কিন্তু আজ সত্যিই এসেছে। আজ বিকেলে আমি তাকে দূর থেকে দেখেছি।'

BanglaBook.org

৪

ঘুম থেকে উঠতে এদিন বেশ একটু দেরিই হল অনিকেতের। রাতে ডিনার সেরে আসার পর বেশ রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে শুতে গিয়েছিল তারা। ঘুম ভাঙতে আটটা বেজে গেল। ফ্রেশ হয়ে

কটেজ থেকে বেরিয়ে তারা যখন ব্রেকফাস্ট করতে ডাইনিং হলে পৌঁছোল, ইন্দ্রাণীদি আর থই তার অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে অনিকেতদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দুর্জয়দাও টেবিলে উপস্থিত। অনিকেতরা টেবিলে বসার পর দুর্জয়দা বললেন, 'এতক্ষণ মিসেস সান্যালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, রেঞ্জারসাহেব তো ভোরে উঠে জঙ্গলে গিয়েছেন কাল রাতের খবর নিতে। তিনি ফিরে আসার পর দেখি, কোনো গার্ডকে আর একটা গাড়ি দিয়ে তোমাদের চার জনকে বাগুড়িতে পাঠাতে পারি নাকি! ওখানে লোকে পাখি দেখতে যায়। পেলিকান, স্টর্ক, নানা ধরনের মাছরাঙা, অনেক পাখি আছে ওখানকার জলায়। অনেকে শুধু পাখি দেখতেই কাজিরাঙায় আসে।'

অনিকেত বলল, 'আর তুমি কোথায় যাবে?'

দুর্জয়দা জবাব দিলেন, 'রেঞ্জারসাহেব আর আমি আবার ফরেস্টে যাব। দেখি, আট নম্বর বিটে ইঞ্জিনের দেখা পাই কি না!'

টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজানোই ছিল, খাওয়া শুরু করল সকলে। খেতে খেতে পার্থ দুর্জয়দাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একটা বিট কতটা এলাকা নিয়ে হয়?'

দুর্জয়দা বললেন, 'বিট কথাটার বাংলা হল বাঘ-চক্কর, অর্থাৎ বাঘ যে পরিধি নিয়ে চক্কর কাটে। সাধারণত এর ব্যাস কয়েক কিলোমিটার হয়। তবে কাজের সুবিধার্থে অনেক সময় তা কম বেশি হয়।'

গল্প করতে করতে ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গেল অনিকেতদের। তারা যখন টেবিল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই দুর্জয়দার মোবাইলটা বেজে উঠল। কোনো এক অচেনা পাখির ডাকের সুরেলা রিংটোন। অনিকেতরা খেয়াল করে দেখেছে, এখানে ফরেস্ট

BanglaBook.org

গার্ডসহ যাঁরা জঙ্গালে যান, তাঁদের সকলেরই মোবাইলের রিংটোন নানা রকমের পাখির ডাকের। জঙ্গালে অন্য প্রাণীরা যাতে অপরিচিত শব্দ না শোনে, তাই এই ব্যবস্থা। ফোনটা রিসিভ করে দুর্জয়দা টুকরো টুকরো শব্দ বলতে লাগলেন। 'কোথায়', 'কখন', 'তাই নাকি', 'আচ্ছা' এসব শব্দ। কিন্তু অনিকেতরা বুঝতে পারল, কথা বলতে বলতে ক্রমশই যেন চোয়াল শক্ত হচ্ছে দুর্জয়দার। তারপর একসময় তিনি ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'আজ আর তোমাদের বাগুড়ি যাওয়া হবে না। রেঞ্জারসাহেব ফিরতে পারবেন না এখন। আমাকেও এখনই ফরেস্টে ছুটতে হবে। কাল রাতে ভয়ংকর কাণ্ড হয়েছে। মহাকাল আর ইঞ্জিন নাকি মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। জোর লড়াই বেধেছিল দু-জনের। তা ছাড়া জঙ্গালে রাতে নাকি গুলি চলেছে! ফরেস্ট গার্ড নাকি পোচাররা, কারা চালাল? তা এখনও স্পষ্ট নয়। আর বাঘের ডাকও নাকি শোনা গিয়েছে। সব মিলিয়ে গোলমেলে ব্যাপার।'

অনিকেত বলল, 'আমরা কি এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারি?'

দুর্জয়দা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সঙ্গে কয়েকজন গার্ড থাকবে, তোমাদের দু-জনের জায়গা হবে না। ইচ্ছে করলে একজন কেউ যেতে পার। তবে কখন ফিরব, তার কিন্তু ঠিক নেই।'

পার্থ বলল, 'অনি, তাহলে তুই ঘুরে আয়। আমি ইন্দ্রাণীদিদের সঙ্গে গল্প করে কাটাই। আমার একটু জ্বর জ্বর ভাব লাগছে। ঠান্ডা লেগেছে মনে হয়। সাবধানে না থাকলে পরে ঘোরাটাই হয়তো মাটি হয়ে যাবে।'

পার্থকে একা রেখে যাবে কি না এই ভেবে একটু ইতস্তত

BanglaBook.org

করেও শেষ পর্যন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্জয়দার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল অনিকেত।

কোহরা গেটে প্রথমে পৌঁছোল জিপ। অনিকেতরা দেখতে পেল সান্যালসাহেবের জিপ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সান্যালসাহেবের সঙ্গে জনাছয়েক সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ড। সান্যালসাহেব দুর্জয়দাকে দেখে বললেন, 'আপনি আসছেন বলে বেরিয়ে এলাম। চলুন তাহলে,' এই বলে তিনি অনিকেতদের জিপে উঠে বসলেন, দু-জন ফরেস্ট গার্ডও উঠলেন। বাকিরা উঠলেন অন্যটায়। ছুটতে শুরু করল জিপ। দুর্জয়দা জিজ্ঞেস করলেন, 'লড়াইটা বাধল কোথায়?'

সান্যালসাহেব বললেন, 'আট নম্বর বিটেই, তবে সাত নম্বরের খুব কাছে। ফিলবির গাছবাড়ির পশ্চিমে। মনে হয় দু-টো প্রাণীই প্রাথমিক ভাবে সাত নম্বর বিটের দিকে এগোচ্ছিল, তখনই তাদের দেখা হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে লড়াই চলে। তাদের মাঝে পড়ে একটা বারশিঙা মারা গিয়েছে, আরেকটা মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছে। বেচারারা একটা ঝোপের মধ্যে ছিল। আনুমানিক রাত আটটা নাগাদ ব্যাপারটা শুরু হয়।'

'লড়াইয়ের পর মহাকাল আর ইঞ্জিন এখন কোথায়?' দুর্জয়দা জানতে চাইলেন।

'ইঞ্জিনের খোঁজ চলছে, কিন্তু তার দেখা মেলেনি। তবে একটু আগে খবর পেলাম মহাকালকে দেখা গিয়েছে আট নম্বর বিটের সীমানায় যে শিমুল গাছটা আছে, তার নীচে। ওর কাছে দু-জন গার্ড পোস্ট করেছি।'

দুর্জয়দা বললেন, 'ভালো করেছেন। তবে ইঞ্জিনকেও

BanglaBook.org

যেভাবেই হোক, ট্রেস করতে হবে। আমরা এখন তাহলে মহাকালের অবস্থাটা গিয়ে দেখি। তারপর যাব যেখানে ওদের লড়াই হয়েছে, সেখানে। আচ্ছা, ফায়ারিংয়ের ব্যাপারটা কী?'

সান্যালসাহেব বললেন, 'কাল যখন প্রাণী দুটোর মধ্যে লড়াই চলছে, তখনই নাকি একটা ফায়ারিংয়ের শব্দ হয় সে জায়গাতেই। ওর কাছাকাছি আউটপোস্টে বড়ুয়া বলে যে ফরেস্ট গার্ড ছিলেন, তিনি বলেছেন ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনেছেন। তবে তখন লড়াই চলছে, কাজেই তখন সে জায়গায় যাওয়ার মতো অবস্থা ফরেস্ট গার্ডের ছিল না।'

জিপ চালাতে চালাতে গাড়ির গতিবেগ হঠাৎ একটু আস্তে করলেন দুর্জয়দা। একপাল হরিণ ছুটে পার হল সামনের রাস্তাটা। কিন্তু ব্যাপারটা কেউ ভ্রূক্ষেপই করল না। আবার আগের মতো ছুটতে লাগল জিপ।

বেশ কিছুক্ষণ পর একজায়গায় এসে থামলেন সকলে। জিপ থেকে নেমে সান্যালসাহেব বললেন, 'ওই দেখুন!'

সামনে এলিফ্যান্ট গ্রাসের বিস্তীর্ণ জঙ্গল, তার মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক শিমুল গাছ। আর তারই নীচে দাঁড়িয়ে আছে হাতিটা। ঘাস বনে নেমে পড়লেন সকলে। তারপর চলতে লাগলেন হাতিটার দিকে। ঘাস বনের আড়ালে সকলেরই শরীর প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু কিছুটা এগোনোর পরই কীভাবে প্রাণীটা টের পেয়ে গেল তাঁদের উপস্থিতি। মহামাতঙ্গের শুঁড়টা হঠাৎ গোখরো সাপের ফণার মতো আকাশে লাফিয়ে উঠল, সে গাছের নীচ থেকে ঘাস বনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল, ট্রি-য়া-য়া-ঙ্ক!

সঙ্গোসঙ্গো থেমে গেল সকলে। দুর্জয়দা বললেন, 'আর

BanglaBook.org

এগোনো ঠিক হবে না। প্রাণীটা খেপে আছে। ঘাস বনে নেমে আসতে পারে। আপনার সেই ফরেস্ট গার্ড দু-জন কোথায়?'

সান্যালসাহেব জবাব দিলেন, 'ওই শিমুল গাছটার পিছনে তফাত রেখে ওর উপর নজর রাখছে তারা।'

দুর্জয়দা এর পর একজন ফরেস্ট গার্ডের থেকে ফিল্ডগ্লাস নিলেন মহাকালকে ভালো করে দেখার জন্য। মিনিট খানেক দেখার পর চোখ থেকে সেটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! ওর কাঁধের কাছে বেশ অনেকটা জায়গায় কালচে লাল ছোপ, রক্তপাত হয়েছে মনে হয়। কিন্তু ইঞ্জিন তো অত উঁচুতে আঘাত হানতে পারবে না। ওটা গুলির আঘাত নয় তো?'

সান্যালসাহেব দূরবিনটা নিয়ে মহাকালকে দেখে বললেন, 'যতক্ষণ না ওর একদম কাছে যাওয়া হচ্ছে, ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না। কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়। ও এখন যা খেপে আছে!'

দুর্জয়দা বললেন, 'চলুন, এখন ফেরা যাক।'

ঘাস বন থেকে ফেরার পথে সান্যালসাহেব বললেন, 'ও, আর একটা জরুরি কথা! কাল সন্ধ্যেয় মেমংয়ের সঙ্গো গার্ডদের বেশ বচসা হয়েছে। অন্ধকার নামলে সে নাকি তার বিট ছেড়ে ঘাস বনের দিকে যাচ্ছিল। গার্ডরা তাকে দেখতে পেয়ে চেজ করে। প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয় তাদের সঙ্গো। সে নাকি ফেরার সময় গার্ডদের বলে, তোমাদের সাহেবদের বোলো আমি তাদের দেখে নেব। আমাকে খোঁচানোর ফল টের পাবে। কীভাবে ওরা মহাকাল আর ইঞ্জিনকে বাঁচায় আমিও দেখে নেব।'

গাড়িতে উঠে দুর্জয়দা বললেন, 'এখন আগে মেমংয়ের তাঁবুতে যাব। ওকে বলতে হবে ও ওর বিট ছেড়ে অন্য বিটে যাচ্ছিল কেন।

BanglaBook.org

প্রয়োজনে ভয়ও দেখাতে হবে। তারপর ফিলবির গাছবাড়িতেও যেতে হবে। দেখি, তিনি কোনো ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন কি না। বাঘের ডাক তো ওই অঞ্চলেই শোনা গিয়েছে বলে টেলিফোনে বললেন। আর সব শেষে লড়াইয়ের জায়গাটায় যাব।'

সান্যালসাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, সাত নম্বর বিটের গার্ডরা তাই বলছে।'

মিনিট দশেক লাগল মেমং যেখানে তাবু ফেলেছে, সেখানে পৌঁছোতে। বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গালের মধ্যে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় সেই তাঁবু। ইতস্তত কিছু গাছের কাটা গুঁড়ি ছড়িয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। অনিকেতরা সেখানে পৌঁছে দেখল, তিন-চার জন লোক তাঁবু গুটিয়ে ফেলছে। সান্যালসাহেব মেমং কোথায় জিজ্ঞেস করাতে লোকগুলোর একজন বলল, 'মেমং গত রাতেই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, তা তাদের জানা নেই। তবে সে যাওয়ার আগে তাঁবু গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে। তাই লোকগুলো তাঁবু নিয়ে জঙ্গাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

মেমং হঠাৎ তাঁবু গুটিয়ে ফেলছে কেন? ব্যাপারটা শুনে বেশ অবাক হলেন সকলে। সান্যালসাহেব চাপা স্বরে দুর্জয়দাকে বললেন, 'হয়তো মেমং বুঝতে পেরেছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে।'

দুর্জয়দা একটু চিন্তান্বিত ভাবে বললেন, 'কী জানি, ওর কী মতলব আছে! চলুন, এবার ফিলবির ডেরায়।'

জিপের চাকা ঘুরে গেল ফিলবির ডেরার দিকে। বেলা চড়ছে। এবার বেশ গরম লাগছে সকলের। পথে যেতে যেতে দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ছোটো জলা চোখে পড়ল। তার পাড়ে কাদামাটিতে দাঁড়িয়ে আছে একদল ওয়াইল্ড বাফেলো। ঘাড় ফিরিয়ে তারা দেখছে ধাবমান গাড়ি দুটোকে। বিশাল কলেবর, মাথায় প্রকাণ্ড সব শিং। সাক্ষাৎ যেন যমের বাহন!

এত চিন্তার মধ্যেও দুর্জয়দা মোষগুলোকে দেখিয়ে অনিকেতকে বললেন, 'খুব সংঘবদ্ধ প্রাণী ওরা। ওদের চক্রব্যূহে পড়লে বাঘও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না। দলের কারও কোনো বিপদ হলে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়।'

কিছুক্ষণ পর তাঁরা উপস্থিত হলেন গাছবাড়ির কাছে। জিপটা গুঁড়ির একটু তফাতেই দাঁড়িয়ে আছে। জিপ থেকে নেমে দুর্জয়দা গাছবাড়ির দিকে তাকিয়ে মিস্টার ফিলবির উদ্দেশে বেশ কয়েকবার তাঁর নাম ধরে ডাক দিলেন। কোনো সাড়া মিলল না। সান্যালসাহেব এর পর একজন গার্ডকে ইশারা করতেই তিনি গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেলেন, তারপর উপর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, 'সাহেব ঘরে নেই।'

banglabook.org

দুর্জয়দা বললেন, 'গাড়িটা তো দেখছি। তার মানে উনি জঙ্গালের বাইরে যাননি। হয়তো ঘাস বন বা অন্য কোনো দিকে গিয়েছেন। চলুন, মহাকাল আর ইঞ্জিন যে জায়গায় মুখোমুখি হয়েছিল, সে জায়গায় যাওয়া যাক। ফিরতি পথে আবার এখানে আসব।'

গার্ড গাছবাড়ি থেকে নীচে নামলেন। সকলে আবার জিপে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় সেই গার্ড হঠাৎ গুঁড়ির কাছের মাটিতে কী যেন দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বেশ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'স্যার, এখানে একবার আসুন।'

সকলে এগিয়ে তাঁর কাছে যেতেই তিনি আঙুল তুলে মাটিটা দেখালেন। বেশ অনেকটা জমাটবাঁধা রক্ত পড়ে আছে সেখানে। আর মাটিতে যেন আঁকা হয়ে আছে কীসের দাগ! একজন গার্ড মাটির উপর ঝুঁকে সেই দাগগুলোকে পরীক্ষা করে বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে বাঘের পায়ের ছাপ! বেশ বড়ো একটা পুরুষ বাঘ!'

সান্যালসাহেব বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, 'তা হলে বাঘের ডাকের ব্যাপারটা মিথ্যে নয়! বাঘ সত্যি এখানে এসেছিল! কিন্তু এ রক্তটা কার? বাঘের, নাকি...?'

তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্যটা বুঝতে অসুবিধে হল না কারও। গুঁড়িটাকে বেড় দিয়ে ছাপটা এগিয়েছে গাছবাড়ির পিছন দিকে।

আর তার সঙ্গোসঙ্গো মাটিতে স্পষ্ট রক্তের দাগ। বন্দুক উঁচিয়ে নিঃশব্দে সেই রক্তের দাগ অনুসরণ করলেন সকলে। অনিকেতের বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়। তার পাতায় রক্তের ছিটে। সেই ঝোপঝাড় বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মিশেছে ঘাস বনে। আন্দাজ এক-শো গজ এগোতেই তাঁরা মাটিতে

BanglaBook.org

একপাটি জুতো দেখতে পেলেন। আর তারপরই দেখতে পেলেন একটা ঝোপের গায়ে আটকে থাকা রক্তমাখা একটা খাকি জামার অংশ। ফিলবির জুতো ও জামা।

সান্যালসাহেব চাপা স্বরে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'এর মানে মিস্টার ফিলবি বাঘের কবলে পড়েছেন। বাঘটা সম্ভবত ওঁকে ওই ঘাস বনে টেনে নিয়ে গিয়েছে।'

দুর্জয়দা তাঁকে বললেন, 'আমারও তাই ধারণা।' তারপর অনিকেতকে বললেন, 'তুমি জিপে ফিরে যাও। আমরা ওই ঘাস বনে ঢুকব।'

৫

দুর্জয়দার সঙ্গো অনিকেত বেরিয়ে যাওয়ার পর পার্থ এসে ঢুকল ইন্দ্রাণীদির কটেজে। ইন্দ্রাণীদিরা শিলংয়ে থাকেন। সে জায়গায় এখনও বেড়াতে যাওয়া হয়নি পার্থদের। ফেরার পথে গুয়াহাটি হয়ে যদি দু-দিনের জন্য সে জায়গায় ঘুরে আসা যায়, তাই ইন্দ্রাণীদির কাছে শিলংয়ের গল্প শুনতে বসল পার্থ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গো কথা বলার পর থই একসময় পার্থকে বলল, 'তোমরা তো শুধু নিজেরাই গল্প করছ, এবার আমার সঙ্গো গল্প করতে হবে। আমাকে তুমি একটা গল্প শোনাও। রাক্ষসের গল্প।'

পার্থ বলল, 'আমি তো রাক্ষসের গল্প জানি না। অন্য কোনো গল্প?'

থই বলল, 'না, রাক্ষসের গল্পই শুনব। পড়ে শোনাও। দাঁড়াও আমি বই এনে দিচ্ছি,' এই বলে সে এক ছুটে ঘরের কোণ থেকে একটা বই এনে পার্থর হাতে ধরিয়ে দিল। ইন্দ্রাণীদি থইকে

BanglaBook.org

বললেন, 'তুমি এসব গল্প শুনবে আর রাত্রে ভয় পাবে!' পার্থ ইন্দ্রাণীদির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'কাল ও কী করেছে, শোনো ভাই। দুপুর বেলা বইটা থেকে ওকে একটা গল্প শুনিয়েছিলাম। মাঝরাতে ও আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলে, ও নাকি জানলায় একটা রাক্ষস দেখেছে। অথচ জানলায় কেউ নেই। বোঝো ব্যাপারটা!'

থই সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠল, 'না মা, আমি সত্যিই দেখেছি। রাক্ষসটার মুখের মাঝখানটা কাটা। আমি উঠে বসতেই সে চলে গেল!'

কাটা মুখের কথা শুনতেই পার্থর মনে পড়ে গেল মেমংয়ের কথা। সে ইন্দ্রাণীদিকে বলল, 'কথাটা আপনি সান্যালসাহেবকে জানিয়েছেন?'

ইন্দ্রাণীদি বললেন, 'না, উনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। বিরক্ত করিনি। আর ভোর বেলা অন্ধকার থাকতেই তো তিনি বেরিয়ে গেলেন। এসব থইয়ের পাগলামি। রাক্ষস, ভূত এসবের গল্প শুনবে আর ওইসব কল্পনা করবে, ভূত দেখবে। আগেও এসব হয়েছে কয়েকবার।'

পার্থ এর পর থইকে গল্প পড়ে শোনাতে শুরু করল।

বেলা একটা বেজে গেল একসময়। অনিকেত ফিরলে তার সঙ্গে ডাইনিং হলে যাবে ভেবেছিল পার্থ। কিন্তু থই জেদ ধরল, তার সঙ্গেই খেতে যেতে হবে। অগত্যা ইন্দ্রাণীদিদের সঙ্গে ডাইনিং হলে গিয়ে খাওয়া সেরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম এল না পার্থর। কিছুক্ষণ থাকার পর বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসল। নিঝুম দুপুর। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কম্পাউন্ডের পিছনের ছোটো জঙ্গলটা থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক ছাড়া। হঠাৎ সে শুনতে পেল, পাশের কটেজের বারান্দা

banglabook.org

থেকে থই বলছে, 'কী করছ পার্থকাকু?' কখন যেন সে তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে!

পার্থ বলল, 'এমনি বসে আছি। তুমি ঘুমোওনি কেন?'

থই জবাব দিল, 'ঘুম পাচ্ছে না। মা ঘুমোচ্ছে।'

থই এর পর আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল তাকে। কিন্তু কম্পাউন্ডের পিছন থেকে ভেসে এল সেই পরিচিত শব্দ, ঢ্যাঙক-ঢ্যাঙক-ঢ্যাঙক! থই সঙ্গেসঙ্গে বলে উঠল, 'সেই হরিণটার ডাক না? আমি ওকে দেখিনি। চলো, দেখে আসি।'

আবার ডাকল প্রাণীটা, ঢ্যাঙক-ঢ্যাঙক। পার্থ বলল, 'ঠিক আছে, যেতে পারি, তবে তার আগে মাকে বলে এসো।'

এক ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকল থই। কয়েক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এসে কটেজের বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলল, 'চলো, বলে এসেছি।'

পার্থ বারান্দা থেকে নেমে থইকে নিয়ে এগোল কম্পাউন্ডের পিছন দিকে। মাঝে মাঝেই ডাকছে প্রাণীটা।

খুঁটির গায়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে কম্পাউন্ডটা ঘেরা। পার্থ এসে পৌঁছোল জায়গাটায়। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝে বেশ বড়ো একটা ফাঁক আছে। সম্ভবত প্রয়োজনে গার্ডরা এই পথ দিয়েও ভিতরে ঢোকেন। কাঁটাতারের ওপাশে বড়ো বড়ো ঝোপঝাড়। তার মধ্যে দিয়ে একটা সুঁড়িপথ। পার্থরা কিন্তু বেড়ার কাছে গিয়েও প্রাণীটাকে দেখতে পেল না। সম্ভবত ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটু তফাতে গিয়ে আবার ডেকে উঠল। একটু ইতস্তত করে বেড়ার ফাঁক গলে থইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

একটা খচরমচর শব্দ শোনা গেল। প্রাণীটা যেন ঝোপ-

BanglaBook.org

জঙ্গালের আড়াল বেয়ে কিছুটা নীচে নেমে বেশ উত্তেজিত ভাবে ডাক দিল, ঢ্যা-য়া-ঙ্ক, ঢ্যা-য়া-ঙ্ক! সুঁড়িপথটাও ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমেছে। সম্ভবত পথটা নীচে গিয়ে সেই নদীর সঙ্গে মিশেছে। পার্থ আর থই ধীরে ধীরে সেই পথ ধরে নামতে শুরু করল।

কিছুটা এগোনোর পরই একটা বাঁকের মুখে তারা দেখতে পেল প্রাণীটাকে। একটা বড়ো ঝোপের আড়াল থেকে প্রাণীটা গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে। তবে তাদের দিকে নয়, উলটো দিকে একটা ঝোপের দিকে।

শম্বরটাকে আরও ভালো করে দেখার জন্য কয়েক পা এগোতেই প্রাণীটা হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। ঝোপঝাড়ে যত পাখি ছিল, তারাও যেন ভয় পেয়ে ডাক ছেড়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই কীসের যেন প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে ছিটকে পড়ল পার্থ!

অনিকেতরা যখন ফিরে এল, তখন প্রায় চারটে বাজে। ফরেস্ট গার্ড ঘাস বনে যতটা সম্ভব খোঁজার চেষ্টা করছে। ফিলবি বা বাঘ কারও দেখা মেলেনি। আপাতত প্রথম দফার খোঁজ শেষ হয়েছে, তবে অন্যত্রও খোঁজ চলবে। দুর্জয়দা আর সান্যালসাহেব বলছিলেন, বাঘ নাকি অনেক সময় শিকারকে পিঠে করে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত নিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও সেরকম হতে পারে।

দুর্জয়দা কম্পাউন্ডের গেটের মুখে নেমে গেলেন উলটো দিকে তাঁর কোয়ার্টার্সে যাওয়ার জন্য, আর অনিকেত এল তাঁদের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সান্যালসাহেব বললেন, 'সকলে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল।'

'পার্থ, অ্যাই পার্থ!' হাঁক দিতে দিতে অনিকেত কটেজের

amarboi.com

বারান্দায় উঠে দরজা খুলল, কিন্তু ঘরে সে নেই। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সান্যালসাহেবকে বলল, 'পার্থ মনে হয় আপনাদের কটেজে আছে।'

সান্যালসাহেব তাঁর কটেজের বারান্দায় উঠেছেন, ঠিক তখনই ঘুমচোখে ইন্দ্রাণীদি বারান্দায় বেরিয়ে এসে সান্যালসাহেবকে বললেন, 'থই কি অনিকেতদের ঘরে?'

অনিকেত পাশের বারান্দা থেকে কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, 'না, ঘরে থই বা পার্থ নেই তো!'

ইন্দ্রাণীদি বললেন, 'আমি শুয়ে ছিলাম। ও এসে বলল, পার্থর সঙ্গে শম্বরটাকে দেখতে যাচ্ছে। শম্বরের ডাকও শুনতে পেলাম, জানলা দিয়ে ওদের দু-জনকে পিছন দিকে যেতেও দেখলাম। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে তো প্রায় এক ঘণ্টা আগের ব্যাপার! ঘরে নেই তো ওরা গেল কোথায়?'

সান্যালসাহেব বললেন, 'পিছনের দিকে কিছুটা নামলে একটা ছোটো নদী আছে। ওরা মনে হয় বেড়াতে বেড়াতে সেখানে চলে গিয়েছে। সামনের দিকে বেড়াতে গেলে আমরা আসার পথে ওদের দেখতে পেতাম।'

অনিকেত বলল, 'চলুন, ওদের ডেকে আনি?'

সান্যালসাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, চলো।'

দু-জনে বারান্দা ছেড়ে চলল কটেজগুলোর পিছন দিকে। দু-জনেরই ক্লান্ত দেহ। খিদেয় পেট জ্বলছে। মাথায় ঘুরছে ফিলবির ঘটনাটি। যেতে যেতে অনিকেত সান্যালসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী ধারণা? ফিলবি বেঁচে আছেন? ঘটনাটা ঘটল কীভাবে?'

সান্যালসাহেব বললেন, 'যেভাবে রক্তপাত হয়েছে, তাতে

BanglaBook.org

বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। সকলে তো আর মেমং নয়! ওরকম ঘটনা লাখে একটা ঘটে। আমার ধারণা ফিলবি হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে শেষ রাতের দিকে নীচে নেমেছিলেন, আর বাঘটা সে সময় কাছাকাছি ছিল। ব্যাপারটা ঘটে যায়। বাঘ সাধারণত সন্ধ্যেয় অথবা ভোরের দিকে শিকার ধরে।'

এর পর একটু থেমে বললেন, 'আর পোচাররাও কিন্তু সাধারণত ওই সময়ই শিকার করতে বেরোয়।'

পোচারদের প্রসঙ্গ উঠতে অনিকেত জানতে চাইল, 'ওরা গণ্ডার মারে কীভাবে?'

বেড়ার ফাঁক গলে বাইরে বেরিয়ে সান্যালসাহেব বললেন, 'গণ্ডারের একটা অভ্যেস, তারা পরপর বেশ কিছুদিন একই জায়গায় প্রাতঃকৃত্য করতে আসে। পোচার বা চোরাশিকারিরা প্রথমে ঘাস বনে সে জায়গা খুঁজে বের করে, তারপর সেখানে ওত পেতে বসে থাকে। আগেকার দিনের রাইফেল গণ্ডারের দেহের সব অংশ ভেদ করতে পারত না। কিন্তু আধুনিক শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র পোচারদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। এমনকী, প্রায় নিঃশব্দে গুলি চালাতে পারে ওরা।'

কথা বলতে বলতে শুঁড়িপথ বেয়ে নামতে শুরু করেছিল দু-জনে। হঠাৎ অনিকেতের চোখে পড়ল, ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে শেষ বিকেলের আলোয় মাটিতে পড়ে-থাকা কী একটা জিনিস যেন চকচক করছে। একটা রিস্টওয়াচ। অনিকেত সেটা কুড়িয়ে নিতেই বুঝতে পারল, সেটা পার্থর রিস্টওয়াচ। ভালো করে চারপাশে তাকাতেই আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তাদের, একপাটি ছোট্ট স্লিপার। ঝোপের গায়ে পড়ে আছে। সান্যালসাহেবের মুখ সঙ্গেসঙ্গে

BanglaBook.org

ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'থই... পার্থ...' তাদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাঁরা ছুটলেন নীচের দিকে। শীর্ণ একটা নদী বয়ে যাচ্ছে নীচ দিয়ে। সেখানে কোথাও কেউ নেই। শুধু সেই শম্বরটা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে অনিকেতদের দিকে তাকিয়ে আছে। নদীর পারে নরম মাটিতে একটা জিপের চাকার টাটকা দাগ আঁকা হয়ে আছে।

৬

ইনস্পেক্টর সইকিয়া বললেন, 'ব্যাপারটা যে কিডন্যাপিং কেস, তা বোঝাই যাচ্ছে। এর পিছনে দুটো মোটিভ থাকতে পারে। প্রথমত, আপনার বা আপনাদের প্রতি আক্রোশবশত কেউ বা কারা কাজটা করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল, কেউ মুক্তিপণের জন্য ওদের অপহরণ করেছে। আর তা হলে এই কাজের পিছনে কোনো টেররিস্ট গ্রুপের হাত থাকাও অসম্ভব নয়। আমি অবশ্য সব রাস্তা সিল করে দিচ্ছি। অন্য থানাকেও ব্যাপারটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা এই ব্যাপারে আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?'

দুর্জয়দা বললেন, 'আপনি তো জানেন, এখানে আসার পর আমি আর রেঞ্জারসাহেব দু-জন পোচারের কাজকর্ম অনেকটাই বন্ধ করে দিতে পেরেছি। ওদের আমাদের প্রতি রাগ থাকা স্বাভাবিক। ওরা ছাড়া আমাদের তেমন কোনো বন্ধু বা শত্রু নেই। তবে ইদানীং মেমং টাইগারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালো নেই। আমাদের প্রচ্ছন্ন অনুমান, তার সঙ্গে পোচারদের যোগাযোগ আছে। ও যে ক-বার জঙ্গলে তাঁবু ফেলেছে, রেকর্ড বলছে, সে ক-বারই পোচারদের আক্রমণে প্রাণীরা প্রাণ হারিয়েছে। ও যাতে এবার জঙ্গলে কাঠ কাটার পারমিট না পায়, সে চেষ্টা আমরা করেছিলাম, কিন্তু

BanglaBook.org

সাক্ষ্যপ্রমাণ তেমন না থাকায় আটকানো যায়নি। তবে বনকর্মীদের সঙ্গে বচসা হওয়ায় ওর লোকজন আজ সকালে তাঁবু গুটিয়ে নিয়েছে। মেমং গার্ডদের গতকাল হুমকি দেয় যে, সে আমাদের দেখে নেবে।'

সইকিয়া সঙ্গেসঙ্গে পাশে বসা একজন অধস্তন পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'আপনি এখনই জিপ নিয়ে যান। দেখুন, মেমংকে কোথাও পাওয়া যায় কি না! পেলে সঙ্গেসঙ্গে এখানে আনবেন।'

সইকিয়ার কথা শুনে লোকটা মেমংয়ের খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি দুর্জয়দার উদ্দেশে বললেন, 'বাইরেটা আমি দেখেছি, কিন্তু কাউকে লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা কিন্তু জঙ্গল। ওর ভিতরটা আপনারা দেখুন। কারণ, ও জায়গা পুলিশের চেয়ে আপনারা ভালো চেনেন।'

দুর্জয়দা বললেন, 'সে ব্যাপারটা আমি যথাসাধ্য দেখছি। কিন্তু ছোটো জঙ্গল তো নয়, কয়েক-শো বর্গমাইল! সেই ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত!'

ইনস্পেক্টর সইকিয়া এর পর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, ফিলবিসাহেবের ব্যাপারটা নিয়ে কী করবেন? আপনাদের কথামতো ব্যাপারটা এখনও উপরওয়ালাদের জানাইনি। উনি বিদেশি নাগরিক। ব্যাপারটা স্পর্শকাতর।'

দুর্জয়দা জবাব দিলেন, 'এখনও তো ওঁর দেহ পাওয়া যায়নি। যতক্ষণ না তা পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তো অফিশিয়ালি কিছুই বলা যাচ্ছে না। ফরেস্ট গার্ডরাও খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

সইকিয়া বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যতক্ষণ না ব্যাপারটা আমাকে অফিশিয়ালি জানাচ্ছেন, ততক্ষণ আমিও কাউকে খবরটা

BanglaBook.org

জানাচ্ছি না। খবরটা বাইরে বেরোলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মিডিয়ার লোকজন ছুটে আসবে। তাদের সামাল দিতে গিয়ে তদন্তের কাজ ব্যাহত হবে। ফিলবিসাহেবের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, তাঁর পরিণতি আমরা অনুমান করতে পারছি। তবে ছেলেটা আর বাচ্চাটার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে নজর দেওয়া বেশি জরুরি।'

দুর্জয়দার পাশে বসে আছেন সান্যালসাহেব। ফ্যাকাসে মুখ। এই কয়েক ঘণ্টায় তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। তাঁর মনের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে কান্না যেন দলা পাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনিকেত। শুধু তার মনে হচ্ছে, পার্থকে যদি আর না পাওয়া যায়, তবে সে কলকাতায় ফিরে কীভাবে পার্থর বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়াবে! দুর্জয়দার পরামর্শমতো এখনও সে কলকাতায় খবরটা জানায়নি। দুর্জয়দা বলেছেন, 'অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেখি, তারপর প্রয়োজন হলে আমিই খবরটা কলকাতায় জানাব। এখনই খবরটা জানলে কলকাতায় বসে ওদের দুশ্চিন্তা করা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই। পার্থর বাবা আবার হার্টের রোগী। বিপত্তি ঘটে যেতে পারে।' দুর্জয়দার পরামর্শই মেনে নিয়েছে অনিকেত।

দুর্জয়দা এর পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে এখন আমরা উঠি। মেমংকে পেলে আমাকে জানাবেন। আমি রাতটা ফরেস্টেই কাটাব।'

সইকিয়াসাহেবও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিও একটু পরেই বেরোব। থানায় যাদের নামে পোচিংয়ের রেকর্ড আছে, তাদের থানায় তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি কোনো খবর মেলে কি

BanglaBook.org

না! কিছু সোর্সকেও কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

পুলিশ স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দুর্জয়দা সান্যালসাহেবকে বললেন, 'আপনি ফিরে যান। মিসেস সান্যালকে সামলাবার চেষ্টা করুন। অনিকেতও ফিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিক। তেমন কোনো খবর পাওয়া গেলে আমি সঙ্গোসঙ্গো আপনাকে জানাব।'

অনিকেত সঙ্গোসঙ্গো বলে উঠল, 'না, আমি তোমার সঙ্গো ওদের খুঁজতে যাব।' বেশ দৃঢ় ভাবেই বলল অনিকেত।

অনিকেতের মনের অবস্থা অনুমান করেই সম্ভবত দুর্জয়দা বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গো।'

দুটো জিপ এর পর থানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। অনিকেতরা এগোল কোহরা গেটের দিকে আর সান্যালসাহেব কটেজে ফেরার পথ ধরলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গালে ঢুকলেন তাঁরা। কোহরা চেকপোস্ট থেকে দু-জন রাইফেলধারী ফরেস্ট গার্ড উঠল জিপে। জঙ্গালের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে অনিকেতরা। রাতের জঙ্গাল। ঝোপ-জঙ্গাল থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। একপাল হরিণ জিপের সামনে দিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল রাস্তা। জিপ আরও এগোনোর সঙ্গো সঙ্গো জঙ্গালের আড়ালে জ্বলে উঠতে লাগল চোখ। ছোটো বড়ো নানা ধরনের প্রাণীর অবয়ব দেখা দিয়েই অন্ধকারের আড়ালে চলে যাচ্ছে। রাতের অরণ্যে কেউ শিকার, কেউ-বা শিকারি। জন্মলগ্ন থেকেই নিরন্তর এই খেলা চলে আসছে জঙ্গালের বুকে। পরদিন সূর্যের আলো কেউ দেখবে, কেউ দেখবে না।

BanglaBook.org

দুর্জয়দা জিপ চালাতে চালাতে বললেন, 'তোমরা একবার জানতে চাইছিলে না, এ জঙ্গালে সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী কারা? তারা হল চোরাশিকারির দল। বাঘের চেয়েও ভয়ংকর তারা। রাতের এই অন্ধকারে রাইফেল হাতে তারাও ওত পেতে থাকে।'

রাস্তার দু-পাশে গাছ আর ঘাস বনের জন্য অন্ধকার গাঢ় মনে হলেও আসলে তা নয়। আকাশে বেশ বড়ো চাঁদ উঠেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে একটা জলাজমি চোখে পড়ল অনিকেতের। চাঁদের আলোয় সেই জমিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কিছু অবয়ব। গণ্ডার বা বুনো মহিষ হবে হয়তো। দুর্জয়দা একবার স্বগতোক্তি করলেন, 'কাল বোধ হয় পূর্ণিমা।'

জিপের ওয়্যারলেস সেটটা অন করলেন দুর্জয়দা। তার মধ্যে দিয়ে ফরেস্ট গার্ডদের টুকরো টুকরো সংলাপ ভেসে আসতে লাগল, 'আট নম্বর বিট থেকে বলছি, সব কিছু মোটামুটি স্বাভাবিক। এইমাত্র একটা হাতির পাল বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। মোট বারোটা হাতি।' অথবা, 'ষোলো নম্বর আউটপোস্ট থেকে বলছি, একটা মহিষের বাচ্চা দলছুট হয়ে এদিকে চলে এসেছে, কাল ওকে দলে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।' এই ধরনের টুকরো টুকরো সংলাপ। এসব শুনতে শুনতে বড়ো গাছের ফাঁক গলে এগিয়ে চলল সকলে। মাঝে মাঝে জিপ থামানো হচ্ছে। জিপের মাথায় বসানো সার্চলাইট ঘুরছে চারপাশে। সেই আলোয় একবার একটা গণ্ডারও চোখে পড়ল অনিকেতদের। ঘুরতে ঘুরতে একবার ফিলবিসাহেবের গাছবাড়ির পাশেও এল। চাঁদের আলোয় একটা ভৌতিক অবয়ব নিয়ে গাছের মাথায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে ঘরটা। মানুষটা আজ আর ওখানে নেই। গাছবাড়িটা অতিক্রম করে

BanglaBook.org

একটু এগোতেই হঠাৎ ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে একটা খবর জানতে পারল অনিকেতরা। একজন ফরেস্ট গার্ড জানাচ্ছেন, '২৮ নম্বর বিটর পরা কইসো, ইঞ্জিনট দেখা গৈছে। সি যেন ব্রহ্মপুত্রর ফালে গৈছে।' অর্থাৎ, '২৮ নম্বর বিট থেকে বলছি, ইঞ্জিনকে দেখা গিয়েছে। সে মনে হয় ব্রহ্মপুত্রর দিকে যাচ্ছে।'

সংবাদটা শুনে দুর্জয়দা মন্তব্য করলেন, 'প্রাণীটা মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে, এ জঙ্গল আর নিরাপদ নয়। ও তাই ফিরে যাচ্ছে। ওই ২৮ নম্বর বিটেই আমাদের শেষ গার্ডপোস্ট। তারপর খালি জলাজমি আর শর বন। তা চলে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের চর পর্যন্ত।'

সময়ের সঙ্গে রাত ক্রমশ এগিয়ে চলল। বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল, ঘাস বন, জলাজমির পাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল তারা। মাঝে মাঝেই চোখে পড়তে লাগল নানা ধরনের প্রাণী। কিন্তু তাদের দিকে নজর নেই কারও। তারা শুধু খুঁজে চলেছে পার্থ আর থইকে। অথবা এমন কিছু যা তাদের সন্ধান দিতে সাহায্য করে।

একসময় রাত শেষ হয়ে এল। হরিণ, বুনোমহিষের দল জিপের সামনে দিয়েই ছোটো ছোটো দলে জল খেতে জলার দিকে যেতে শুরু করল। ব্যর্থতার একটা স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে দুর্জয়দার চোখে-মুখে। অনিকেতও আর কিছুই ভাবতে পারছে না। পার্থ আর থইয়ের মুখ শুধু ভেসে উঠছে তার চোখে। কোথায় কেমন আছে তারা? ঠিক এমন সময় দুর্জয়দার মোবাইল বেজে উঠল। দুর্জয়দা তাড়াতাড়ি কলটা রিসিভ করতেই শোনা গেল মেমংয়ের গলা, 'মেমং বলছি, নাইট সাফারি কেমন হল?'

দুর্জয়দা বললেন, 'আমরা তোমাকে খুঁজছি। বিশেষ দরকার আছে। তুমি কোথায়?'

BanglaBook.org

মেমং প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'বাজে কথা না বলে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। ছেলেটা আর বাচ্চাটা আমার হেফাজতেই আছে। আমার কথামতো কাজ হলে ওদের কোনো ক্ষতি হবে না। ওদের ফেরত পাবেন। ছোট্ট কাজ। আগামী তিন দিন ফরেস্ট থেকে সমস্ত গার্ড আর পুলিশ পেট্রল উইথড্র করে নিতে হবে। ব্যস, এইটুকুই কাজ। আর আমার কাজ শেষ হলে ওদের মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছনে যাকে লাগিয়েছিলেন, সেই সাহেবের বাঘে খাওয়া দেহটা কোথায় পড়ে আছে সেটাও আপনাকে জানিয়ে দেব।'

দুর্জয়দা বলে উঠলেন, 'কী বলতে চাইছ তুমি? ওদের এখনই ফিরিয়ে দাও। ওদের কোনো ক্ষতি হলে আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

মেমং ফোনের ওপাশ হেসে উঠে বলল, 'ওদের পেতে হলে যা বললাম, তাই করবেন। কাল সকাল দশটার মধ্যে যদি কাজ না হয়, তবে ওদের লাশ জঙ্গলে পড়ে থাকবে। বাঘ আমাকে মারতে পারেনি, আপনি কী করবেন?' আর এর পরই লাইন কেটে সেটটা অফ করে দিল মেমং। দুর্জয়দা আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ডায়াল করলেন ইনস্পেক্টর সইকিয়াকে।

৭

সকাল সাতটার মধ্যেই সান্যালসাহেবও থানায় চলে এলেন। ইন্দ্রাণীদি নাকি বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন। ডাক্তার তাঁকে ভোররাতে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন। ঘুমন্ত ইন্দ্রাণীকে একজন মহিলা বনকর্মীর তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছেন সান্যালসাহেব।

ইনস্পেক্টর সইকিয়াসাহেবের ঘরে বসেই আলোচনা চলছিল। তিনি বললেন 'হ্যাঁ, আমরা ভেরিফাই করে দেখেছি, ওটা মেমংয়েরই

BanglaBook.org

ফোন নাম্বার। আর টাওয়ার লোকেশন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ও জায়গা ব্রহ্মপুত্রর কাছাকাছি কোনো এলাকায়। এদিকে গুয়াহাটি, ওদিকে জোরহাট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা সিল করা হয়েছে। এ পথের সব ক-টা থানাও অ্যালার্ট। এদিকে বেরোনোর পথ নেই। মেমং যখন জঙ্গল থেকে গার্ড সরিয়ে নিতে বলছে, আমার ধারণা, ও জঙ্গালের মধ্যেই কোথাও আছে এবং ব্রহ্মপুত্রর দিক দিয়েই পালানোর চেষ্টা করছে। আপনি তো ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মোবাইলে জলার পাখির ডাক শুনেছেন বললেন!'

দুর্জয়দা বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। কারণ, ফরেস্টের ওই দিকটাই একমাত্র তেমন সুরক্ষিত নয়। বিষধর সাপের উৎপাত বলে ওদিকে কেউ যায় না। ব্রহ্মপুত্র পাড় ধরে মাইলের পর মাইল শুধু জলা আর শর বন। মাঝে মাঝে শুধু দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছ। ও জায়গা আমিও ভালোভাবে চিনি না।'

সান্যালসাহেব বললেন, 'তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত? ফরেস্ট গার্ডদের তল্লাশি যেমন চলছে তা চলবে? নাকি উঠিয়ে নেওয়া হবে?'

অনিকেত বলল, 'আচ্ছা, মেমংয়ের কথা যদি আমরা মেনে নিই?'

সইকিয়া বললেন, 'ফরেস্টের ভিতর গার্ড সরিয়ে নেবেন কি না, সেটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এই ব্যাপারে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ডি এফ ও সাহেব।'

দুর্জয়দা একটু ভেবে বললেন, 'মেমং ফরেস্ট গার্ডদের উঠিয়ে নিতে বলছে কেন, তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পালাবার জন্য? নাকি অন্য কোনো কারণে? গার্ড ওঠাবার ক্ষেত্রে একটা সমস্যাও আছে। পোচারদের একটা তো দল নয়, অনেক ছোটো ছোটো দল

BanglaBook.org

আছে। তিন দিন গার্ড উঠিয়ে নিয়ে সেই সুযোগে তাদের হাতে বেশ কিছু প্রাণীর প্রাণ হয়তো চলে যাবে।'

সান্যালসাহেব বলে উঠলেন, 'কিন্তু থই আর পার্থর জীবন ওই প্রাণীগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।'

দুর্জয়দা বললেন, 'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সান্যালসাহেব। কিন্তু আমরা যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক, আমাদে কাছে অরণ্যের প্রতিটি প্রাণী কি সন্তান নয়? মন শক্ত রাখুন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ঘণ্টা তিন সময় আছে।'

সইকিয়া এর পর বললেন, 'ও হ্যাঁ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকটা লোককে থানায় ধরে আনা হয়েছে। ওদের পোচিংয়ের অভিযোগে আগে অ্যারেস্ট হওয়ার রেকর্ড আছে। তবে রেকর্ডে যাদের নাম আছে, তাদের অধিকাংশই হয় জেলে পচছে অথবা এলাকায় নেই। ওই ক-জনকেই পাওয়া গেল। আমাদের ইনস্পেক্টর রাজখোয়া কড়া মেজাজের লোক। সে একবার জেরা করেছে। কিন্তু এখনও তেমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবুও লোকগুলোকে একবার দেখবেন, চলুন।'

থানার লক আপ সংলগ্ন ঘরে ইনস্পেক্টর সইকিয়ার সঙ্গে এল অনিকেতরা। লক আপ থেকে প্রথমে সেন্ট্রি একজনকে হাজির করল তাঁদের সামনে। মাঝবয়সি লোক, পরনে শার্ট আর লুঙি। লোকটা এসেই হাত জোড় করে বলল, 'আমি কিছু জানি না। তিন বছর আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গালে ঢুকেছিলাম। ফরেস্ট গার্ডরা পুলিশের হাতে দিল সেবার। খাতায় নাম উঠল।'

ইনস্পেক্টর সইকিয়া সঙ্গেসঙ্গে বললেন, 'তুমি একদম সাধু পুরুষ! তবে তোমার ঘরে দাঁতফাঁদ পাওয়া গেল কেন?'

pathagar.net

লোকটা জবাব দিল, 'ওটা স্যার জঙ্গালের বাইরে একদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

'কুড়িয়ে পেয়েছিলে! মিথ্যেবাদী! ওই দাঁতফাঁদেই ফেলব তোমাকে!' ধমকে উঠলেন সইকিয়া।

অনিকেত দুর্জয়দাকে জিজ্ঞেস করল, 'দাঁতফাঁদ কী?'

'লোহার ফাঁদ। মাটিতে পাতা থাকে। ওতে ইস্পাতের দাঁত থাকে। ফাঁদে পা দিলে দাঁত চেপে এমন ভাবে ধরে যে, বাঘও পা ছাড়াতে পারে না,' জবাব দিলেন দুর্জয়দা।

সইকিয়া এর পর লোকটাকে আবার ধমক দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দুর্জয়দা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মেমং টাইগারকে চেনো? ও এখন কোথায় বলতে পার?'

লোকটা জবাব দিল, 'ওকে সবাই চেনে স্যার। কিন্তু আমার সঙ্গো ওর পরিচয় নেই। ওর খোঁজ আমি রাখি না।'

বেশ কিছুক্ষণ জেরা করার পরও কোনো খবর পাওয়া গেল না তার কাছে। এর পর আনা হল আরেকজন লোককে। সে বলতে বলতে ঘরে ঢুকল, 'সত্যি বলছি স্যার, ওই চিতল হরিণ মারার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। দু-বছর আগে একটা প্যাঙ্গোলিন ধরায় আমার জেল হল। পুষব বলে ধরেছিলাম। ছেলে বায়না করেছিল। ভুল করেছিলাম। আমি আর ফরেস্টে ঢুকি না।'

সান্যালসাহেব সঙ্গোসঙ্গো বললেন, 'ফরেস্টে ঢোকো না তো চিতল মারা গিয়েছে, তুমি জানলে কীভাবে?'

সে জবাব দিল, 'লক আপে পরেশ আমাকে বলেছিল, ফরেস্টে শিং আর চামড়া ছাড়া চিতল মিলেছে। তাই পুলিশ আমাদের সন্দেহ করছে।'

banglabook.org

সইকিয়ার নির্দেশে তখনই পরেশকে হাজির করা হল অনিকেতদের সামনে। প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'গত বছর আমি জঙ্গালে কাঠ আনতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম। আমি স্যার পোচার নই। হাতির পাতাওয়ালা রামেশ্বর আমার পাশের বাড়িতে থাকে। সেই আমাকে দু-দিন আগে গল্প করেছিল যে, চিতলের বডি মিলেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে রামেশ্বরকে থানায় ডাকুন।'

এই লোকগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ জেরা করেও যখন কিছু খবর পাওয়া গেল না, তখন আবার তাদের লক আপে পোরা হল। সইকিয়া বললেন, 'রাজখোয়াকে দিয়ে আরও একবার নরমে-গরমে জেরা করিয়ে ছাড়ব ওদের। ও হ্যাঁ, আরও একজনকে থানায় ডেকে আনা হয়েছে। এখন ও বুড়ো হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একসময় ও বড়ো মাপের শিকারি ছিল। মানে, পোচার ছিল। বহু পোচারের হাতেখড়ি হয়েছে ওর হাত ধরেই। শুনেছি, ওর চেয়ে জঙ্গাল ভালো কেউ চেনে না। বছর পনেরো আগে কারা এসে যেন ওর ছেলে আর তার স্ত্রীকে খুন করে যায়। কেউ বলে সেটা টেররিস্টদের কাজ। কেউ বলে পোচারদের অন্য গোষ্ঠীর। যাই হোক, তারপর থেকেই লোকটার মাথা একটু খারাপ হয়ে যায়। ওকে ডাকি একবার। লোকটার নাম কার্বি। বুড়ো কার্বি। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় ও। সব সময় কাকে নাকি খুঁজে বেড়ায় সে! দেখুন, লোকটা যদি কিছু বলতে পারে।'

দুর্জয়দা বললেন, 'কার্বি নামটা যেন চেনাচেনা লাগছে! মনে পড়েছে। আমাদের খোঁড়া শম্বরটাকে যে অ্যাক্সিডেন্টের পর তুলে এনে শুশ্রূষা করেছিল সেই লোকটা! ওকে আমি আগে একবার দেখেছি। যদিও কথাবার্তা হয়নি।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘরে ঢুকল একজন বৃদ্ধ লোক। তার

BanglaBook.org

মাথায় শনের মতো সাদা অবিন্যস্ত চুল, অসংখ্য বলিরেখা আঁকা মুখ। শীর্ণদেহ বয়সের ভারে কিছুটা নুজ, ঈষৎ ঘোলাটে চোখ। পরনে বিবর্ণ খাকি পোশাক। খালি পা।

দুর্জয়দা লোকটাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে চেনো?'

লোকটা কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে দুর্জয়দার মুখের দিকে চেয়ে তার ডান হাত সেলামের ভঙ্গিতে উঠিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'বড়ো সাহেব।'

দুর্জয়দা বললেন, 'তুমি আগে শিকার করতে? কী কী মেরেছ?'

'গণ্ডার, হাতি। বাঘও মেরেছিলাম একটা। এখন আর মারি না,' জবাব দিল সে।

'এখন আর তুমি জঙ্গালে যাও না? শিকার কর না কেন? বয়স হয়েছে বলে?'

কার্বি জবাব দিল, 'জঙ্গালে যাই তো। কাল রাতেও গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভোররাতে ঘরে ফিরে শুনলাম পুলিশ এসেছিল খুঁজতে, তাই থানায় চলে এলাম।'

দুর্জয়দা আর অনিকেত চমকে উঠলেন লোকটার কথা শুনে। রাতে লোকটা জঙ্গালে ছিল! হয়তো ওই লোকটার মতো মেমং, পার্থ আর থইও ছিল। অনিকেতরা দেখতে পায়নি তাদের।

দুর্জয়দা জানতে চাইলেন, 'তুমি কি মেমং টাইগারকে জঙ্গালে দেখেছ? অথবা কোনো ছেলে আর সঙ্গে একটা ছোট্ট মেয়ে?'

কার্বি বলল, 'কোনো ছেলে আর মেয়েকে দেখিনি আমি। তবে দু-দিন আগে রাতে আমি মেমংকে দেখেছি আট নম্বর বিটের ঘাস বনে। আরও একজন অবশ্য ছিল তার কাছাকাছি। সে মানুষ নয়, মহাকাল।'

banglaboi.org

কার্বি এর পর একটু থেমে বলল, 'আমি শিকার কেন ছাড়লাম এবার বলি সাহেব। সে অনেক কাল আগের ঘটনা। তা প্রায় কুড়ি বছর হবে। আমার এক নাতি আছে, সে এখন অসম রাইফেলসে চাকরি করে। তখন সে খুব ছোট্ট। বছর সাত বয়স হবে। গণ্ডার মারার বরাত পেয়ে তাকে নিয়েই জঙ্গলে গেলাম।। ব্রহ্মপুত্রর চরের কাছে দুটো গণ্ডার বাচ্চা নিয়ে ঘুরছিল। গুলি করে মেরে ফেললাম। সে কী রক্ত! সে কী রক্ত! আর সেই রক্ত দেখে বাড়ি ফিরে আমার নাতির ধুম জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে সে শুধু বলতে লাগল, বাবা-মা মরে গেল, বাচ্চাটার কী হবে? পরদিন রাতে আমার বাড়িতে যারা গণ্ডার মারার বরাত দিয়েছিল, তারা এল। তারা আসত ব্রহ্মপুত্রর ভিতর মাজুলি দ্বীপ থেকে। আমাকে তারা জিজ্ঞেস করল, খড়্গ দুটো কই? আমি বললাম, আমি কাটিনি। নাতিটা রক্ত দেখে এত কান্নাকাটি শুরু করল যে, আমি খড়্গ না কেটেই চলে এসেছি। খড়্গ দুটো তবে অন্য কেউ নিয়েছে। ওরা বলল, তাহলে আবার জঙ্গলে গিয়ে গণ্ডার মেরে দে। আমি বললাম, আমার নাতি সুস্থ হলে তারপর। এখন নাতিকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ওদের নেতা বলল, এখনই যেতে হবে। নইলে খড়্গ দুটো ফেরত দে। এই বলে সে রাইফেল ঠেকাল আমার বুকে। আমি বুঝলাম ওরা ছাড়বে না। পালাতে হবে। আমি তৈরি হয়ে আসছি বলে ঘরে ঢুকলাম, তারপর নাতিকে বুকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালালাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা ধরে ফেলল ওরা। আর ঠিক সেই সময় কাঠ কুড়িয়ে ঘরে ফিরছিল আমার ছেলে আর ছেলের বউ। ওরা পেয়ে গেল তাদের। আর তারপর...।'

সারা ঘর নিস্তব্ধ। ঘোলাটে চোখে জানলার বাইরে তাকাল

BanglaBook.org

কার্বি। তার তোবড়ানো গাল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর সে শুরু করল, 'আর এর পরই আমি বুঝতে পারলাম বাপ-মা ছাড়া একটা শিশু কত অসহায়। আর সে যদি জঙ্গালের প্রাণী হয়, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। কত অসহায় হয়ে গিয়েছিল সেই গণ্ডারের বাচ্চাটা! ভগবানই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন সে কথা। আমি শিকার ছেড়ে দিলাম। জঙ্গালে পাতা কুড়িয়ে, ফরেস্টবাবুদের জন খেটে মানুষ করলাম নাতিটাকে।'

দুর্জয়দা এইবার বললেন, 'তাহলে তুমি এখন জঙ্গালে যাও কেন?'

সে বলল, 'ওই ঘটনার পর থেকে পশুপাখিদের প্রতি মায়া জন্মে গিয়েছে আমার। জঙ্গালে ঘুরি। কোনো হরিণের বাচ্চা দলছুট হলে তাকে মায়ের কাছে তাড়িয়ে দিই। পাখির বাচ্চা পড়লে তাকে বাসায় তুলি। জঙ্গালে সন্দেহজনক কিছু দেখলে, পোচার দেখলে সংকেতে প্রাণীদের সাবধান করি। আর সে লোককে খুঁজে বেড়াই, যে আমার ছেলেদের খুন করল।'

দুর্জয়দা বললেন, 'আচ্ছা কার্বি, এই জঙ্গালে লুকিয়ে থাকতে বা কাউকে লুকিয়ে রাখতে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কোনটা?'

কার্বি একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'ব্রহ্মপুত্রর জলা। সাপের আড্ডা বলে কেউ যায় না ওদিকে। কোনো মানুষ থাকে না। তবে ওখানে একটা পুরোনো গাছবাড়ি আছে। ইংরেজ সাহেবরা শিকার করার জন্য তৈরি করেছিল। আমরা একসময় ওখানে অস্ত্র, ফাঁদ, চামড়া এইসব লুকিয়ে রাখতাম। তবে বাড়িটা এখনও আছে কি না জানি না। বহু বছর আমি ওই দিকে যাইনি।'

কী একটা ভেবে দুর্জয়দা এর পর বললেন, 'তুমি আমাকে সেই

BanglaBook.org

জলার কাছে নিয়ে যেতে পারবে? ওই দিকেই আমার ছেলে আর রেঞ্জারসাহেবের ছোট্ট মেয়েকে সম্ভবত ধরে নিয়ে গিয়েছে। একদম ছোট্ট মেয়ে। ওদের খুঁজতে যাব।'

'ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট মেয়ে,' বিড়বিড় করে দু-বার কথাটা বলে কী যেন ভাবল কার্বি। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, যেতে পারি।'

দুর্জয়দা জানতে চাইলেন, 'কত সময় লাগবে সেখানে পৌঁছোতে? এমন ভাবে যেতে হবে, যাতে কেউ আমাদের দেখতে না পায়।'

কার্বি জবাব দিল, 'ওখানে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। এখন রওনা হলে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।'

এর পরই দুর্জয়দা সান্যালসাহেবকে বললেন, 'ফরেস্টে খবর দিয়ে দিন। সব গার্ড যেন চেকপোস্ট ছেড়ে কোহরা ক্যাম্পে চলে আসে। আর পেট্রলিংও বন্ধ। আমি নির্দেশ না দিলে কেউ যেন জঙ্গালে না ঢোকে।'

সইকিয়া বললেন, 'তাহলে ওখানে যাওয়ার জন্য ফোর্সকে রেডি করি?'

দুর্জয়দা বললেন, 'ফোর্স নয়। আমি আর কার্বি শুধু সেখানে যাব। লোকজন নিয়ে লুকিয়ে যাওয়া যাবে না সেখানে।'

অনিকেত সেই সময় বলে উঠল, 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।'

দুর্জয়দা বললেন, 'না, তোমাকেও নেব না। ওখানে কী ঘটবে, আমাদের জানা নেই। আমাদের কারও জীবনহানিও ঘটতে পারে।'

অনিকেত বলল, 'যাই ঘটুক, আমি যাবই। দরকার হলে একাই জঙ্গালে ঢুকব।'

BanglaBook.org

ঘাস বনের ভিতর দিয়ে কার্বির পিছন পিছন এগোচ্ছেন দুর্জয়দা আর অনিকেত। বাগুড়ি দিয়ে তারা জঙ্গালে ঢুকেছেন। এই দিকে ঘাস বন বেশ বড়ো আর ঘন। যাতে কেউ চট করে তাঁদের দেখতে না পায়, তাই এই পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা। কার্বি বৃদ্ধ হলেও জঙ্গালে চলাফেরায় যে সে অভ্যস্ত, তা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে অনিকেতরা। নিঃশব্দে এগোচ্ছে সে। তার চোখের ঘোলাটে ভাবটা যেন জঙ্গালে ঢুকেই কেটে গেল। অসম্ভব সজাগ দৃষ্টি আর শ্রবণশক্তি। কোথাও হয়তো সামনের ঝোপ একটু নড়ল, অথবা পাতা খসার শব্দ হল, সঙ্গোসঙ্গো দাঁড়িয়ে পড়ছে সে। যতক্ষণ না সামনে কোনো বিপদ নেই বলে সে নিশ্চিন্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সে এগোচ্ছে না। মাঝে মাঝে জিপ যাওয়ার মেঠো রাস্তা পড়ছে। অরক্ষিত অঞ্চল। কার্বি জানাল, 'এই গর্তগুলো শিয়াল, শজারু ইত্যাদি ছোটো ছোটো প্রাণীর আস্তানা।' ঘাস বনের মধ্যে দিয়ে কিছু সরু সরু পথ আছে, যেগুলো নাকি বন্যজন্তুদের চলাচলের পথ। হঠাৎ একবার একটি হরিণ অনিকেতদের চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে অন্য দিকে চলে গেল। এগিয়ে চলল অনিকেতরা।

প্রচণ্ড গরম। দুর্জয়দা আর অনিকেতের জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। গা-হাত-পা চুলকোচ্ছে। ঘাস বনে কিছু কাঁটাঝোপও আছে। একটু অসতর্ক হলেই কেটে-ছড়ে যাচ্ছে। চলার পথে এই জায়গায় ঘাস একটু লণ্ডভণ্ড। কার্বি একটু মাটি তুলে নিয়ে শুঁকে বলল, 'এখানে একটু আগেই একটা গণ্ডার ছিল আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে সরে গেল।' এর পর সে বলল, 'আজ এই বন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার পুরোনো দিনগুলোর কথা

BanglaBook.org

মনে পড়ছে। এই ভাবেই আমি ঘাস বন বেয়ে অনেক দূরে চলে যেতাম শিকারের খোঁজে। কোনো সময় একটানা সাত দিনও ঘুরেছি এই ঘাস বনে।'

দুর্জয়দা অনিকেতকে বললেন, 'আমরা যেদিকে যাচ্ছি ইঞ্জিনও কিন্তু সেদিকে গিয়েছে।'

কথাটা কানে গেল বুড়ো কার্বির, সে মন্তব্য করল, 'ও ইঞ্জিন, সে একটা গণ্ডারের মতো গণ্ডার বটে! তবে মহাকাল ওর উপর খ্যাপা।'

দুর্জয়দা বললেন, 'ব্যাপারটা তুমিও জানো দেখছি। কিন্তু এর পিছনে কী কারণ আছে, তা তুমি জানো?'

কার্বি চলতে চলতে ফোকলা দাঁত বের করে বলল, 'হ্যাঁ, জানি তো। আমার চোখের সামনেই তো ঘটেছিল ঘটনাটা।'

'কী ঘটনা?'

কার্বি বলল, 'বাগুড়ি আর মিহিমুখ পয়েন্টের মাঝামাঝি জায়গায় এক রাতে ঘটেছিল ব্যাপারটা। তার আগে কিন্তু কোনো ঝগড়া ছিল না প্রাণী দুটোর মধ্যে। আমি ওদের একসঙ্গে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। ব্যাপারটা হল, পোচাররা বরাবরই ইঞ্জিনের পিছনে ঘোরে। তা সেবার হল কী, এক আনাড়ি শিকারি ইঞ্জিনের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে একসময় গুলি চালিয়ে দিল। আর সে গুলি ইঞ্জিনের গায়ে না লেগে কিছু দূরে দাড়িয়ে থাকা মহাকালের কান ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। মহাকাল যন্ত্রণায় চিৎকার করে পিছন ফিরতেই দেখতে পেল শুধু ইঞ্জিনকে। মহাকাল তার যন্ত্রণার জন্য ইঞ্জিনই দায়ী ভেবে তেড়ে গেল তার দিকে। আর ইঞ্জিন ভাবল, আমি নিজের মনে চরে বেড়াচ্ছি, ও হঠাৎ আমার উপর মেজাজ দেখাচ্ছে কেন? আমিই বা কম কীসে? ব্যস, লেগে

amarboi.com

গেল ধুন্ধুমার লড়াই। তারপর থেকে একটা শত্রুতার জন্ম হল প্রাণী দুটোর মধ্যে...।'

তার কথা শুনে দুর্জয়দা মন্তব্য করলেন, 'যাক, এতদিনে ঘটনাটার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেলাম। তবে মনে হয়, পরশু রাতে ওদের মধ্যে যখন লড়াই চলছিল, তখন কেউ গুলি ছুড়েছিল। যে গুলি ছুড়েছিল, তার লক্ষ কে ছিল, জানা নেই। তবে মহাকাল মনে হয় একটু আহত হয়েছে। দূর থেকে দেখা মহাকালের গায়ের দাগটা রক্তের দাগ বলেই মনে হয়।'

চলা, শুধু চলা। বেলা দুটো নাগাদ একসময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কিছুটা থামলেন তাঁরা। এই দিকের শেষ আউটপোস্ট তাঁরা পিছনে ফেলে এসেছেন ঘণ্টা খানেক আগে। আউটপোস্টে অবশ্য কোনো রক্ষী ছিল না। তাঁরা সব রওনা হয়ে গিয়েছেন কোহরায়। অনিকেতদের সামনে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত এলিফ্যান্ট ঘাসের অরক্ষিত বনভূমি। বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার রওনা হলেন তাঁরা। তাঁদের চোখে পড়ল কিছুটা দূরে একদল বুনো মোষ। তারাও একই দিকে যাচ্ছে। কার্বি বলল, 'আর ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যেই আমরা সে জায়গায় পৌঁছে যেতে পারব বলে মনে হয়। মোষগুলোও জলায় যাচ্ছে মনে হয়।'

একসময় অনিকেতরা বুঝতে পারল পায়ের নীচের মাটির রুক্ষতা কমে আসছে। মাটি যেন কেমন ভেজা ভেজা লাগছে। রোদের তাপ কমার সঙ্গোসঙ্গো বাতাসও যেন কেমন ঠান্ডা হয়ে আসছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটি থেকে। একসময় ঘাস বন ক্রমশ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল, তার পরিবর্তে শুরু হল ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়। আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছ। তাদের মাথায় এসে পড়েছে শেষ বিকেলের আলো। একটা টিয়া পাখির ঝাঁক

BanglaBook.org

ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দূরে একসার বড়ো বড়ো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সে দিকে আঙুল তুলে কার্বি বলল, 'ওই গাছগুলোর পাশ থেকেই শুরু হয়েছে জলা আর শরবন। সে বন আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে মিশেছে ব্রহ্মপুত্রর চরে। ওইখানে সাহেবদের করা একটা পুরোনো জিপের রাস্তা আছে। অবশ্য সম্পূর্ণ নয়, তার অর্ধেক ভেঙে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রর বন্যায়। ওই রাস্তার এক পাশে ঘাস বন আর অন্যদিকে শর বন। গাছবাড়ি বা শর বনে যেতে হলে ওই রাস্তাটা পার হতে হবে।'

অবশেষে ঘাস বন ভেঙে তাঁরা যখন সেই ভাঙা রাস্তার কাছে পৌঁছোলেন, তখন সূর্য পাটে যেতে বসেছে। এর পরই দ্রুত আঁধার নামবে জঙ্গলে। ভাঙা রাস্তাটা এসে হঠাৎই যেন শেষ হয়ে গিয়েছে এই জায়গায়। একদিকে এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ জলা আর শর বন। সূর্য ডোবার সঙ্গোসঙ্গোই কুয়াশা ভাসতে শুরু করেছে জলার মাথায়। আর সেই জলাঘেরা জায়গায় কচ্ছপের পিঠের মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বড়ো একটা গাছ। গাছবাড়ি! কেমন যেন ভৌতিক অবয়ব সেই গাছবাড়ির। দরজা জানলা সব খসে গিয়েছে, পাতার আচ্ছাদনে ঢেকে গিয়েছে তার অর্ধেকটা। রাস্তার দু-পাশে কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছ।

রাস্তার ঢালে এক পাশে ঘাস বনের মধ্যে কয়েক হাত ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে দুর্জয়দা বললেন, 'আমরা এখানেই থাকব। ওই পাশ থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না, কিন্তু আমরা রাস্তাটা, পাশের ওই জলা, গাছবাড়ির সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাব।'

সকলে বসে পড়ল সেখানে। রাস্তার ওপারের জলার গন্ধ এসে

BanglaBook.org

নাকে লাগছে। বাতাসে কেমন যেন শিরশির ভাব। ক্রমশ ঘন হচ্ছে জলার উপর ভাসতে, থাকা কুয়াশা। দেখতে দেখতে চারপাশে অন্ধকার নেমে এল। ঘাস বন, রাস্তা, ওপাশের শর বন, সব কিছুই যেন ঢেকে গেল কালো চাদরের আড়ালে।

৯

পার্থর যখন জ্ঞান ফিরল তখন প্রথমে সে বুঝতে পারল না, কোথায় আছে। আধো অন্ধকারে কেমন যেন একটা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে সে মাটিতে শুয়ে আছে। পার্থ পাশ ফেরার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল, তার হাত দু-টো পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথার পিছনেও একটা ব্যথা অনুভব করল। কোথায় এখন সে? তার হাতই বা বাঁধা কেন? ঠিক সেই সময় ছোট্ট একটা মুখ পার্থর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'পার্থকাকু, ও পার্থকাকু? তুমি উঠছ না কেন?'

থই! পার্থর এবার সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কিছু। থইকে নিয়ে সে দুপুর বেলা হরিণ দেখাতে গিয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল প্রাণীটাকে। আর তারপরই হঠাৎ যেন একটা কালো পরদা নেমে এসেছিল তার চোখের সামনে।

বেশ কষ্ট করেই উঠে বসল পার্থ। শরকাঠি আর খড় দিয়ে তৈরি খোঁয়াড়ের মতো একটা জায়গার মধ্যে বসে আছে সে আর থই। নীচু ছাদ। খুব বেশি হলে জায়গাটা ছ-ফুট বাই সাত ফুট হবে। পার্থ উঠে বসতেই থই তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওরা আমাদের আটকে রেখেছে কেন? তুমি এত ঘুমোলে কেন? কাল রাত থেকে কত বার তোমাকে ডাকছি, তুমি উঠছই না। রাতে কতরকম শব্দ হচ্ছিল বাইরে। আমার খুব ভয় করছিল।'

BanglaBook.org

পার্থ বুঝতে পারল, তার মানে একটা রাত কেটে গিয়েছে। সে বলল, 'কারা ধরে এনেছে আমাদের? তুমি চেনো তাদের?'

থই জবাব দিল, 'আমি দেখেছি লোকগুলোকে, কিন্তু চিনি না।'

এখন সময় কত, বোঝার উপায় নেই। শুধু মাথার উপর একটা ফুটো দিয়ে আবছা আলো আসছে। পার্থ অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল ফুটোতে। বাইরে কিছু জলাজমি দেখা যাচ্ছে। শরগাছের বনে একটা বক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া ওই ছোট্ট ফুটো দিয়ে আর কিছুই নজরে আসছে না। তবে আলো দেখে পার্থ অনুমান করল সময়টা সম্ভবত দুপুর হবে। আবার বসে পড়ল পার্থ। থই তার উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে?'

পার্থ বলল, 'তুমি ভয় পেয়ো না। অনিকেতকাকু, দুর্জয়কাকু, তোমার বাবা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ চালাচ্ছেন। আমাদের খুঁজে বের করবেনই। আমিও ভেবে দেখি, কীভাবে এখান থেকে বাইরে যাওয়া যায়?'

থই আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরে যেন একটা গাড়ির অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। পার্থ ইশারায় চুপ করিয়ে দিল থইকে। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। আর তারপরই পার্থর মনে হল, কারা যেন জল-কাদা ভেঙে ঘরটার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কারা যেন এসে দাঁড়াল ঘরের বাইরে। দেওয়ালের একপাশে একটু ফাঁকা হল। সেই ফাঁক গলে নীচু হয়ে ভিতরে ঢুকল একজন। রুক্ষ চেহারা। পরনে জংলা পোশাক। কোমরে ঝুলছে একটা লম্বা ছুরি। তার হাতের মেটে সানকিতে কিছুটা ভাত আর জলের বোতল। সেগুলো সে মাটিতে নামিয়ে কোমর থেকে ছুরিটা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল পার্থদের

pathagar.net

কাছে। তা দেখে থই ভয় পেয়ে পার্থকে জড়িয়ে ধরল। লোকটা দাঁত বের করে একবার হাসল। তারপর ছুরি দিয়ে তার হাতের বাঁধনটা কেটে দিল। পার্থ তাকে এবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের তোমরা আটকে রেখেছ কেন?'

লোকটা তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, 'খেয়ে নে। আমরা বাইরেই আছি। পালাবার চেষ্টা করলে গলা কেটে দেব।' এই বলে সে ছুরিটা পার্থর গলার সামনে নাচিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনই বেরিয়ে গেল। ঝাঁপটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

পার্থর খিদে মরে গিয়েছে। তা ছাড়া ওই ভাত খাওয়ার প্রবৃত্তিও হল না তার। বোতলের জলটা সে একঢোক খেল, থইকেও খাওয়াল। বাইরে থেকে চাপা স্বরে টুকরো টুকরো কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত দু-জন লোক কথা বলছে অসমিয়া ভাষায়। তবে তারা কী আলোচনা করছে, বুঝতে পারল না পার্থ। শুধু দুটো শব্দ সে ধরতে পারল। 'ব্রহ্মপুত্র' আর 'বোট' অর্থাৎ 'নৌকো'। কিছুক্ষণ কতাবার্তার পর শব্দ থেমে গেল। লোক দুটো মনে হয় অন্য জায়গায় চলে গেল। শুধু একটা জলজ প্রাণী মাঝে মাঝে কর্কশ কণ্ঠে ডাকতে লাগল। কী একটা প্রাণী ভারী শরীর নিয়ে হেঁটে ঝপ করে জলায় নামল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে অবশ্য দেখতে পেল না পার্থ। থইকে নিয়ে ঘরটার ভিতর বসে পার্থ ভাবতে লাগল, অন্ধকার নামলে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে পালাবে সে? সময় এগোতে লাগল।

একসময় বেলা পড়ে এল। ঘরের ভিতর অন্ধকার আরও জমাট বাঁধতে শুরু করল। বাইরের জলায়ও নেমে এল অন্ধকার। পার্থ বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রইল কোনো লোকজনের শব্দ শোনা যায়

BanglaBook.org

কি না তা বোঝার জন্য। তারপর ঝাঁপের দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। ঘরের দেওয়াল শর আর ঘাসের হলেও তবু বুনট এমন মজবুত যে, চেষ্টা করেও ফাঁক করা গেল না। ওদিকে ঝাঁপের পাল্লাও খুলছে না। ধাক্কাধাক্কিতে ঘরটা শুধু কাঁপছে।

অন্ধকার নামার পর কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে থই। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পার্থ চেষ্টা করতে লাগল যদি কোনো জায়গা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়।

হঠাৎ বাইরে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনল পার্থ। লোকগুলো কি আবার ফিরে এল? দেওয়ালে ধাক্কা দেওয়া বন্ধ করল সে। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ধীর অথচ ভারী পায়ের শব্দ। কোনো বিশাল জন্তু হবে। তার পায়ের ভারে মাটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। ঘরের কাছে এসে থামল জন্তুটা। তারপর গা ঘষতে শুরু করল ঘরের গায়ে। কী জন্তু ওটা? পার্থ তাড়াতাড়ি থইকে কোলে নিয়ে দেওয়াল থেকে সরে বসল। প্রাণীটার গা ঘষায় ঘরের দেওয়াল কেঁপে ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই আতঙ্কে কাঁপতে থাকল থই। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল প্রাণীটির দেহের চাপে এই বুঝি খসে পড়বে দেওয়াল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেরকমই একটা ব্যাপার ঘটল। গাছের মোটা ডালের যে চারটে খুঁটির গায়ে শরকাঠির দেওয়াল আটকানো, তারই একটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল। দেওয়াল আর ছাদের মাঝখানে একটা ফোকর সৃষ্টি হয়ে চাঁদের আলো ঢুকল সেই ঘরে। আর তারপর সেই ফোকর গলে ভিতরে ঢুকল উৎসুক একটা মাথা। বিরাট বড়ো একটা প্রাণীর মাথা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেই মাথায়। পার্থর ঠিক এক হাত ব্যবধানে সেই লম্বাটে মাথার নাকের উপর বসানো আছে বাঁকানো ছুরির ফলার মতো বিরাট এক খড়্গ।

BanglaBook.org

গণ্ডার! আতঙ্কে হিম হয়ে গেল পার্থর শরীর। এখনই হয়তো তাদের পিষে দেবে প্রাণীটা। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু পার্থর মনে হল যেন যুগযুগ ধরে সে বসে আছে ওই উদ্যত খড়্গের সামনে। আর একটু হলেই সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু প্রাণীটা তার মাথাটা বের করে নিল। তারপর ধীরে ধীরে পা ঠেলে এগোল অন্য দিকে। আর এর পর ঝুপ করে একটা শব্দ হল। বিপুল দেহ নিয়ে জলায় নেমে গেল প্রাণীটা।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল থই। মুখে জল দিয়ে তার জ্ঞান ফেরাতে পার্থর কিছুটা সময় লাগল। তারপর দেওয়ালের ফোকর গলে বাইরে বেরিয়ে এল দু-জনে। মাথার উপর ফটফটে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝে একটা রাস্তামতো জায়গা। এদিকে জলা আর শরবন, ওপাশে ঘাসবন। কুয়াশার চাদরে মুড়ে আছে জলা। হঠাৎ পার্থর নজরে পড়ল সেই গাছবাড়িটা। বিন্দু বিন্দু আলো ঘুরছে তার নীচে। টর্চের আলো। কারা ওরা? দুর্জয়দারা কি তাদের খুঁজতে এখানে চলে এসেছেন? নাকি ওরা সেই লোক, যারা তাদের ধরে এনেছে? হঠাৎ একটা টর্চের আলোকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থইকে কাঁধে নিয়ে জলায় নেমে পড়ল পার্থ। তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল কাদায়। শর বনের আড়াল থেকে সে দেখতে লাগল লোকটাকে। একসময় লোকটা চলে এল ঘরটার কাছে। তারপর ঘরটার উপর আলো ফেলল। পার্থ স্পষ্ট শুনতে পেল লোকটা বলে উঠল, 'পালিয়েছে।' তারপর ছুটল গাছবাড়ির দিকে। পার্থ সঙ্গোসঙ্গো বুঝে গেল ওরা কারা। থইকে নিয়ে জলা, শর বন ভেঙে পার্থ এগোতে লাগল আরও দূরে। কুয়াশার চাদরমোড়া জলা। হাতখানেক দূরের কিছুও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। কোন দিকে

BanglaBook.org

এগোচ্ছে, বুঝতে পারছে না পার্থ। শুধু সে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। মাথায় একটাই চিন্তা, পালাতে হবে। জলা ভেঙে এগোতে এগোতে একসময় তারা আবার শুকনো মাটিতে উঠে এল। তাদের দেখে ভয় পেয়ে একটা রাতচরা পাখি ভয়ার্ত কর্কশ ডাক ছেড়ে উড়ে গেল চাঁদের দিকে। পার্থ দেখল তারা যে জায়গায় উঠে এসেছে, সে জায়গায় বেশ ঝোপঝাড়। লুকোনোর পক্ষে বেশ ভালো জায়গা। তাদের কিছুটা তফাতেই একটা রাস্তা। তার দু-পাশে বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছ। ওপাশে ঘাস বন। গাছবাড়িটা দূরে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু টর্চের আলোগুলো নিভে গিয়েছে। থইকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে বিশ্রামের জন্য বসল পার্থ।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ জলায় একটা শব্দ শুনতে পেল পার্থ। তাদের কিছুটা তফাতে জলার কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি! সে যেন ঠিক এক মূর্তিমান প্রেতাত্মা। যে ঝোপে পার্থরা লুকিয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে হেঁটেই রাইফেল কাঁধে লোকটা উঠে পড়ল রাস্তাটায়। চাঁদের আলোয় লোকটাকে এবার চিনতে পারল পার্থ। মেমং টাইগার! সে-ই তাদের ধরে এনেছে? তাদের খুঁজতে বেরিয়েছে? নাকি সে শিকারে বেরিয়েছে? ঝোপের মধ্যে আরও গুটিসুটি মেরে বসল পার্থ আর থই। রাস্তায় উঠে তার দু-দিকটা ভালো করে দেখে নিল মেমং, তারপর কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ধারে একটা ঝুপসি গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

১০

চাঁদ ওঠার সঙ্গেসঙ্গে জমাটবাঁধা অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। মাথার উপর সোনার থালার মতো গোল চাঁদ উঠল।

জ্যোৎস্নালোকে ভাসছে চারদিক। চাঁদের দিকে তাকিয়ে দুর্জয়দা বললেন, 'হ্যাঁ, আজ পূর্ণিমা।' দূরে গাছবাড়িটা দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার চারপাশে ওদিকের জলা, শর বন কুয়াশার চাদরে মোড়া। আর রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো গাছগুলোর নীচটাও অন্ধকারে ঢাকা। চাঁদের আলো সেখানে ঢুকতে পারছে না। অনিকেতরা যেখানে বসে আছে, তার কিছুটা দূরে রাস্তার ধারে ঘাস বনের মধ্যে হঠাৎ একটা ঢিপি দেখতে পেলেন দুর্জয়দা। সম্ভবত মাটির ঢিপি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুর্জয়দা বললেন, 'ওটা আগে খেয়াল করিনি। তাহলে ওর আড়ালেই আশ্রয় নেওয়া যেত। রাস্তাটা আরও কাছে হত।'

দুর্জয়দার কথা শেষ হতে-না-হতেই তাঁদের পায়ের কাছে একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। কার্বি বলে উঠল, 'কেউ নড়বেন না।' বিরাট বড়ো একটা সাপ। প্রাণীটা অনিকেতদের প্রায় পা ছুঁয়ে বুকে হেঁটে রাস্তার দিকে উঠে সম্ভবত জলায় নামল। মুহূর্ত খানেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অনিকেতদের হৃৎপিণ্ড।

কার্বি বলল, 'গোখরো, বলেছিলাম না এদিকে সাপের বড়ো উৎপাত! ওর এক ছোবলেই মৃত্যু। অন্ধকারে সাপটা এতক্ষণ আমাদের আশপাশেই ছিল।'

এখানেই ছিল! অনিকেত যেন একটু কেঁপে উঠল।

সময় এগিয়ে চলল। মাথার উপর চক্কর কাটছে একটা রাতচরা পাখি। তার উপস্থিতি, ঘাসবন, রাস্তার ওপাশে কুয়াশায় ঘেরা জলা। তার মাঝে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা গাছবাড়ি, সব মিলিয়ে কেমন যেন ভূতুড়ে পরিবেশ। দুর্জয়দা বললেন, 'রাত আরও একটু বাড়ুক। তারপর রাস্তা পেরিয়ে গাছবাড়ির দিকে যাব আমরা। হয়তো পার্থ আর থই ওখানেই আছে।'

BanglaBook.org

হঠাৎ ওপাশে জলার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। জলা থেকে উঠে এল এক ছায়ামূর্তি। কাঁধে রাইফেল। লোকটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-পাশ দেখে নিয়ে কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে এগোল কিছুটা দূরে একটা গাছের দিকে। তারপর তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

অনিকেত বলল, 'লোকটা কে?'

দুর্জয়দা বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। পোচারদেরই কেউ হবে হয়তো?'

তারপর সে বলল, 'মুশকিল হল, রাস্তা পার হতে গেলেই লোকটা দেখে ফেলবে। লোকটা যতক্ষণ না সরে, ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

লোকটা সরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় ঘাস বনেই বসে রইলেন তিন জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাস বনের ওদিক থেকে আরও একটা শব্দ শোনা গেল। একটা ভারী শরীর যেন জলার কাদা ঠেলে এগিয়ে আসছে। আর তারপরই জলার কুয়াশার আবরণ ভেদ করে রাস্তায় উঠে এল এক বিরাট বপু গণ্ডার। কার্বি চাপা স্বরে বলে উঠল, 'আরে, এ যে ইঞ্জিন। ও ছাড়া এত বড়ো কলেবর কারও হতেই পারে না!'

রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল প্রাণীটা। মনে হয়, ভরপেট খাওয়া সেরে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে তার ভিজে শরীর বেয়ে। ঘাস বনের ভিতর দিয়ে দুর্জয়দা আর অনিকেত মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে।

হঠাৎ কার্বির খোঁচা খেয়ে সংবিত ফিরল দুর্জয়দার। রাস্তাটা

banglabook.org

যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে আঙুল তুলে দেখাল কার্বি। কী যেন একটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেদিক থেকে। একটা জিপগাড়ি! আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে হুডখোলা জিপটা। তিন জন লোক তাতে। গাড়িটা মনে হয় দেখতে পেয়ে গেল ইঞ্জিনকে। বেশ কিছুটা দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

ইঞ্জিন তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা সম্ভবত খেয়াল করেনি সে। বাতাস তার দিক থেকে গাড়িটার দিকে বইছে। আন্দাজ পঞ্চাশ ফুটের ব্যবধান জিপ আর প্রাণীটার মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত সবাই নিশ্চল। তারপর ধীরে ধীরে জিপের ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন টুপিপরা লোক উঠে দাঁড়াল। তার হাতে রাইফেল। সেটা কাঁধে তুলে সে তাক করল ইঞ্জিনের দিকে। প্রাণীটা ঘুরে দাঁড়লেই সে গুলি চালাবে।

উত্তেজনায় দুর্জয়দা আর অনিকেত কখন উঠে দাঁড়িয়েছেন, তা নিজেদেরই খেয়াল নেই। চাঁদের আলোয় কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল দুর্জয়দার হাতে। একটা রিভলভার।

ইঞ্জিন একটু নড়ে উঠল। সম্ভবত সে এবার পিছন ফিরবে। জিপে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল। ঠিক সেই সময় গাছের আড়াল থেকে রাস্তার মাঝে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই লোকটা। ইঞ্জিন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। সেই লোকটা দুর্বোধ্য ভাষায় জিপে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে কী যেন বলে রাইফেল উঁচিয়ে সম্ভবত গুলি করতে যাচ্ছিল লোকটাকে। কিন্তু তার আগেই জিপের লোকটা গুলি চালিয়ে দিল তার দিকে। আগুনের ঝলক উঠল। রাইফেলের গর্জনে খানখান হয়ে গেল জলার নিস্তব্ধতা। রাতচরা জলজ পাখির দল আতঙ্কে জলা ছেড়ে উঠে

BanglaBook.org

আকাশে পাক খেতে লাগল। গুলির আঘাতে লোকটা আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশের জলায়।

আবার রাইফেল ওঠাচ্ছে লোকটা। তার লক্ষ্য ইঞ্জিন। সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে! দুর্জয়দা এবার ঘাস বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে তিরের মতো ছুটতে শুরু করলেন জিপটার দিকে। আর তাঁর পিছনে অনিকেত। ছুটতে ছুটতেই দুটো গুলি চালালেন দুর্জয়দা। গুলির শব্দে আবার ভেঙে গেল জলাভূমির নিস্তব্ধতা। কিন্তু রাস্তায় উঠে জিপটার দিকে এগোতে যেতেই একটা গর্তে পা পড়তেই মাটিতে পড়ে গেলেন দুর্জয়দা। রিভলভারটা ছিটকে পড়ল তাঁর হাত থেকে। জিপের হেডলাইট দু-টো আবার জ্বলে উঠল। দুর্জয়দা সঙ্গোসঙ্গো আবার উঠে দাঁড়ালেও হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল দুর্জয়দা আর অনিকেতের। আলোর আড়াল থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'শেষ পর্যন্ত ফেরার আগে আপনার সঙ্গো দেখা হয়েই গেল ডি এফ ও সাহেব।'

দুর্জয়দা বললেন, 'কে আপনি?'

লোকটা হেসে বলল, 'ঠিক আছে, মরার আগে আপনি আমাকে একবার দেখে নিন।' জিপের হেডলাইট নিভে গেল। টুপি খুলে ফেলেছে লোকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে সে মুখে। তাতে জেগে আছে এক পৈশাচিক হাসি। হিংস্র, নির্মম সেই মুখ। বিস্মিত কণ্ঠে দুর্জয়দা বলে উঠলেন, 'ফিলবি, আপনি!'

ফিলবি হায়নার মতো হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি। তবে মরার আগে আমার আসল পরিচয়টা জেনে যান। আমার নাম ডুগং। আমি থাকি মাজুলি দ্বীপে। আমার বাবা এ দেশে শিকার করতে এসেছিলেন। তাই আমার চামড়া সাদা। এত বছর ধরে আপনি

BanglaBook.org

আমাদের লোকজনকে অনেক জ্বালিয়েছেন। বহু বছর পরে এবার আমাকে নিজেই আসতে হল।'

আর কোনো কথা বলল না ডুগং। তার হাতের রাইফেলটা আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। তার সামনে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র অনিকেতরা। কিন্তু তারপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ইঞ্জিনের উপস্থিতি যেন সকলে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ অনিকেতদের পিছন থেকে স্টিম ইঞ্জিনের গতিতে তাদের পাশ কাটিয়ে হাওয়া কেটে বেরিয়ে গিয়ে জিপটায় প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল ইঞ্জিন। প্রচণ্ড আঘাতে সঙ্গোসঙ্গো উলটে গেল জিপটা। একটা লোক চাপা পড়ল জিপের নীচে, ডুগং ছিটকে পড়ল পাশের ঘাস বনে, আরেকটা লোক রাস্তায় পড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইঞ্জিন তাকে পিষে দিয়ে জলায় ঝাঁপ দিল।

ডুগং ছিটকে পড়েছিল ঘাস বনে যে ঢিবিটা আছে, তার কাছেই, কিন্তু রাইফেলটা তখনও তার হাতে। সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা গুলি চালাল অনিকেতদের দিকে। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সে আবার গুলি চালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘাস বনের সেই কালো ঢিবিটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপরই ময়াল সাপের মতো একটা শুঁড় লোকটাকে তুলে প্রচণ্ড জোরে আছাড় মারল মাটিতে। ফিলবি ওরফে ডুগংয়ের আর্তনাদ হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তাকে ছুড়ে ফেলার পর হাতিটা এগোল জিপটার দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটা পরিণত হল একটা লোহার পিণ্ডে। কাজ শেষ করে হাতিটা গর্বিত ভঙ্গিতে দোমড়ানো জিপের উপর এক পা তুলে হর্ষধ্বনি করে উঠল, ট্রি-য়া-য়া-য়া-ঙ্ক!

দুর্জয়দা বলে উঠলেন, 'আরে, ও যে মহাকাল। ও-ও চলে এসেছে এখানে!' তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহাকালের আচরণ আবার

BanglaBook.org

পালটে গেল। সে কান দুটো ঝাপটাতে লাগল। তার শুঁড়টা শঙ্খচূড়ের ফণার মতো লাফিয়ে উঠল আকাশে। ক্রুদ্ধ ভাবে সে ডেকে উঠল। ট্রিয়াঙ্ক! ট্রাঙ্ক! এ তো আক্রমণের সংকেত। কিন্তু তার দৃষ্টি অনিকেতদের দিকে নয়, অন্য দিকে। সেদিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পেল, দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিন। তার দৃষ্টি মহাকালের দিকে। মাথা নীচু করে প্রকাণ্ড খড়্গ উঁচিয়ে মাটিতে পা ঘষছে সে। এখনই যেন ইঞ্জিনের মতো ছুটে যাবে মহাকালের দিকে। তাদের মধ্যে যদি অনিকেতরা পড়ে যায়, তবে কী হবে ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়। দুর্জয়দার পায়ের কাছেই একটা রাইফেল পড়ে ছিল। কী ঘটতে চলেছে আঁচ পেয়ে দুর্জয়দা তাড়াতাড়ি রাইফেল উঁচিয়ে ধরলেন ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে যুযুধান প্রাণী দুটোকে দূরে সরাবার জন্য। কিন্তু ফায়ার করা হল না।

'দুর্জয়দা, অনিকেত, এই যে আমরা,' বলে থইকে কোলে নিয়ে তাদের কাছে দৌড়ে এল পার্থ। অনিকেত জড়িয়ে ধরল তাদের।

তারা চার জন জড়াজড়ি করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাদের দু-দিকে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মহাকাল এবং ইঞ্জিন। এখন তারা দু-জনেই তাকিয়ে তাদের মাঝে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে। কেটে যাচ্ছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। দুর্জয়দা ধরে রেখেছেন রাইফেলটা। কিন্তু একসময় মহাকালের কান ঝাপটানো থেমে গেল, বন্ধ হল ইঞ্জিনের পা ঠোকাও। মহাকাল ধীরে ধীরে শুঁড় দোলাতে দোলাতে ঘাস বনে নেমে গেল। ঘাস বনে চাঁদের আলোয় শুধু জেগে রইল অতিকায় প্রাণীর পিঠটা, যেটাকে আগে অনিকেতরা দূর থেকে মাটির ঢিবি ভেবেছিল। মহাকাল চলে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইঞ্জিন। তারপর রাস্তা ছেড়ে সে ঝাঁপ দিল জলায়। অনেকটা জল ছিটকে উঠল আকাশের দিকে। পার্থ আর থইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে অনিকেত চিৎকার করে উঠতে

banglabook.org

যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় তারা দেখতে পেল, সেই গুলি-খাওয়া লোকটা গাছের নীচ থেকে উঠে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তার সঙ্গে বুড়ো কার্বি। একটু কাছে আসতেই লোকটাতে চিনতে পারল সকলে। মেমং টাইগার! লোকটা আহত। সে তার ডান হাতটা দিয়ে বাঁ-কাঁধটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভেজা তার জামা। সে কাছে আসতেই দুর্জয়দা তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে বলল, 'তুমিই কি অপহরণ করেছ বলে আমাকে ফোন করেছিলে?'

মেমং বলে উঠল, 'অপহরণের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। বরং কাল রাতে আপনিই তো আমাকে ফোন করে ঝামেলা মিটিয়ে নিতে ফিলবির গাছবাড়িতে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। তারপর ওরা আচমকা আক্রমণ করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এই গাছবাড়িতে নিয়ে এসে আটকে রাখল। মোবাইলটা সম্ভবত কাল রাতেই ওরা পকেট হাতড়ে নিয়ে নেয় বা ধস্তাধস্তিতে কোথাও পড়ে যায়। আজ অন্ধকার নামতেই পাহারাদারকে ঘায়েল করে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসি। আর তারপর...!'

দুর্জয়দা বললেন, 'বুঝলাম। লোকটা শুধু পাখির ডাকই নকল করতে পারত তা নয়। অন্য মানুষের গলাও হুবহু নকল করতে পারত। আমরা কেউ কাউকে ফোন করিনি। দু-জনের গলাই নকল করেছিল লোকটা।'

পার্থ বলে উঠল, 'কাল দুপুর বেলা শঙ্করটা কটেজের পিছন দিকে ছিল ঠিকই। কিন্তু ও লোকটাই তার ডাক নকল করে আমাদের সেখানে টেনে নিয়ে যায়।'

মেমং তারপর নিজের কাঁধটা দেখিয়ে বলল, 'যাকে বাঘে মারতে পারেনি, তাকে মানুষ মারবে কী করে? কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে

BanglaBook.org

গুলিটা। রাইফেলের গুলি বলে কথা! তাই এইটুকু আঘাতেই ছিটকে পড়েছিলাম। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই সামলে নেব।'

থই আর অনিকেত দাঁড়িয়ে রইল একটা জায়গায়। আর বাকিরা এগোল ডুগং বলে লোকটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে। সেখানে গিয়ে দুর্জয়দা আলো ফেললেন মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দেহে। নিথর দেহ। কার্বি সেই দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আরে, এই তো সেই লোক! যে আমার বাড়িতে এসে খতম করে গিয়েছিল সবাইকে। আমি চিনতে পেরেছি।'

মেমং বলল, 'ওর প্রতি সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল। আমরা দু-জনেই দু-জনকে অনুসরণ করতাম। আমি ভাবতাম ও আপনার চর আর ও ভাবত আমি আপনার চর। তবে আমার তাঁবু ফেলার সঙ্গে জানোয়ার মারার ঘটনা যে নেহাতই কাকতলীয় ব্যাপার, সেটা নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারবেন আপনারা?'

দুর্জয়দা ছোট্ট মন্তব্য করলেন, 'ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। তোমারও, আমারও।'

মেমং বলল, 'ও হ্যাঁ, ওই গাছবাড়িতে কিন্তু প্রচুর অস্ত্র, পশুচামড়া, খড়্গ মজুত আছে, আমি দেখেছি।'

দুর্জয়দা এর পর পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন সান্যালসাহেব আর ইনস্পেক্টর সইকিয়াকে ফোন করার জন্য।

BanglaBook.org

পুনশ্চ

মাঝে একটা দিন কেটে গিয়েছে। সকাল বেলা জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছেন সকলে। দুটো জিপের একটায় দুর্জয়দা, পার্থ, অনিকেত আর কার্বিবুড়ো। অন্যটায় সপরিবার সান্যালসাহেব। সুন্দর সকাল।

নতুন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গালের আনাচেকানাচে। এলিফ্যান্ট ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু হীরক কণার মতো জেগে আছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। দু-দিন জঙ্গাল সাফারি বন্ধ থাকার পর টুরিস্টরা আবার হাতির পিঠে চেপে বেরিয়েছে কাজিরাঙার বিখ্যাত গণ্ডার দেখতে। যাত্রা শুরু করার পর ইতিমধ্যে দুটো গণ্ডার আর এক দল কেপ বাফেলোর দর্শন সেরে ফেলেছে অনিকেতরা। তাদের জিপ একসময় পৌঁছে গেল সেই গাছবাড়ির সামনে। দুর্জয়দা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জব্বর প্ল্যান করেছিল লোকটা আমাদের ধোঁকা দিতে। বাঘের পায়ের ছাপওলা একটা জুতো পাওয়া গিয়েছে গাছবাড়িটায়। রক্তটা অন্য কোনো প্রাণীর ছিল। কাগজপত্রও জাল করেছিল নিখুঁত ভাবে, ওর জন্ম এদেশেই। ওর মা এদেশেরই মানুষ।'

বাড়িটা ছেড়ে কিছুটা এগোতেই অনিকেতরা দেখতে পেল, জঙ্গালের মধ্যে একজায়গায় তাঁবু খাটানোর উদ্যোগ চলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছে মেমং টাইগার। তার কাঁধে বিরাট ব্যান্ডেজ। জিপ থেমে গেল। দুর্জয়দা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?'

সে বলল, 'ভালো। তবে আবার নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে। কাজের অনেক ক্ষতি হল। তা আপনারা চললেন কোথায়?'

দুর্জয়দা বললেন, 'আট নম্বরে। মহাকালকে দেখতে। তুমি যাবে নাকি?'

তাঁর প্রস্তাবে একটু ইতস্তত করে মেমং এসে উঠে পড়ল জিপে। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে থামল একজায়গায়। ঘাস বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা। তার ঠিক মাঝখানে বিরাট বড়ো একটা গাছ। মহাকাল তার নীচে দাঁড়িয়ে শুঁড়

BanglaBook.org

দিয়ে পাতা ভেঙে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে শুঁড় দোলাচ্ছে। বেশ খুশি খুশি ভাব তার। জিপ থেকে নামলেন সকলে। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়েই সে ডাক ছাড়ল, 'ট্রি-য়া-য়া-য়া-ঙ্ক।' আর তার এই ডাক শুনেই মনে হয় ঘাস বন ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় মহাকালের কাছে বেরিয়ে এল একজন। সে ইঞ্জিন! ইঞ্জিন আবার ফিরে এসেছে। মহাকাল তাকে দেখেও যেন দেখল না। আগের মতোই শুঁড় দিয়ে ডাল ভেঙে পাতা খেতে লাগল। তার প্রায় গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিন। উদ্যত খড়্গধারী বিশাল বপু এক প্রাণী। সত্যিই যেন এক ইঞ্জিন! বুড়ো কার্বি এবার চাপা স্বরে দুর্জয়দাকে বলল, 'ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। ওর বাবা-মার চেহারাও ওইরকম বিরাট ছিল। একটা কথা আমার বলা হয়নি। সেই ছোট্ট গণ্ডারের বাচ্চাটাকে আমি গিয়ে ছেড়ে এসেছিলাম ব্রহ্মপুত্রর চরে।'

মেমং বলল, 'আমি এবার একটা সত্যি কথা বলি। সেদিন রাতে গুলিটা আমিই চালিয়েছিলাম মহাকালকে দূরে সরাবার জন্য। প্রাণে মারার জন্য নয়। দুর্ঘটনাবশত গুলি ওর পিঠ ছুঁয়ে যায়। তবে ছররা গুলি, বেশি ক্ষতি হয়নি। তবুও ব্যাপারটায় আমি দুঃখিত। কাল রাতে শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাদের প্রাণ বাঁচাল।'

দুর্জয়দা মেমংয়ের কথায় কোনো মন্তব্য না করে প্রাণী দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শেষ পর্যন্ত মনে হয় বুঝতে পেরেছে, জঙ্গালের সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচতে হলে ওদের একসঙ্গে থাকা দরকার।'

অনিকেত বেশ ক-টা ফোটো তুলল প্রাণী দুটোর। এই প্রথম একই ফ্রেমে বন্দি হল মহাকাল আর ইঞ্জিন। থই হাততালি দিয়ে উঠল।

তারপর ফেরার পালা। বুড়ো কার্বি দুর্জয়দাকে বলল, 'আপনারা

BanglaBook.org

ফিরে যান। ওই যে ওদিকে গাছের কোটর থেকে একটা ধনেশ পাখির বাচ্চা পড়ে গিয়েছিল। কাল বিকেলে সেটাকে আবার গাছে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। দেখি, সেটা ঠিকঠাক আছে কি না।'

মেমং বলল, 'তাহলে চলো, আমিও সঙ্গে যাই। যদি সাহায্যের দরকার হয়?'

দুর্জয়দা হেসে বললেন, 'শুধু তোমরা দু-জন কেন? আমরা সবাই যাব বাচ্চাটাকে দেখতে।'

তাঁর কথা শুনে থই আবারও খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সেখানে যাওয়ার জন্য জিপে উঠে পড়লেন সকলে। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় তাঁদের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল মহাকাল আর ইঞ্জিন।

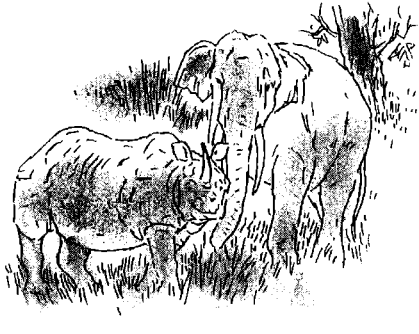

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG